আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মুখপত্র

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

সুন্নী জাগরণ

চতুর্থ সংখ্যা, জানুয়ারী - ২০১২

pdf By Syed Mostafa Sakib

আ'লা হযরত ইমাম আহমাদ রেযা বেরেলবী

-ঃ সম্পাদক ঃ-

মুফতী গোলাম ছামদানী রেজবী

ইসলামপুর কলেজ রোড, মুর্শিদাবাদ

পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, মোবাইল নং- ৯৭৩২৭০৪৩৩৮

Website - www.sunni jagran.wordpress.com

pdf By Syed Mostafa Sakib

~~প্রশ্নোত্তরে প্রথম পর্ব~~

ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম বোখারী

সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর

(১) ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম বোখারী (রাহিমা হুমাল্লাহ) কি একই যুগের মানুষ ছিলেন ? ইহাদের বংশ পরিচয় কি ?

উত্তর - ইমাম আবু হানীফা রহমা তুল্লাহি আলাইহি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের খুব কাছাকাছি যুগের মানুষ ছিলেন। তাঁহার জন্ম সন সম্পর্কে একাধিক উক্তি রহিয়াছে। প্রথম উক্তিতে বলা হইয়াছে, তাঁহার জন্ম আশি হিজরীতে। দ্বিতীয় উক্তিতে বলা হইয়াছে তাঁহার জন্ম সত্তর হিজরীতে। তৃতীয় উক্তিতে বলা হইয়াছে, তাঁহার জন্ম একষট্টি হিজরীতে হইয়াছে। অধিকাংশের নিকট এই তৃতীয় উক্তিটি অগ্রাহ্য। অধিকাংশের কাছে প্রথম উক্তিটি গ্রাহ্য। দ্বিতীয় অভিমতের উপর অনেকেই রহিয়াছেন। কিন্তু ইমাম আযম আবু হানীফা দেড়শত হিজরীতে ইন্তিকাল করিয়াছেন। ইহাতে কাহারো দ্বিমত নাই।

ইমাম আবু হানীফার আসল নাম হইল নোমান। তাঁহার পিতার নাম সাবিত ও দাদার নাম জ্যোত্বী । জ্যোত্বী ছিলেন বংশ সুত্রে ফারসী। একটি বর্ণনায় বলা হইয়াছে, জ্যোত্বীর ইসলাম গ্রহনের পর তাঁহার ইসলামি নাম হইয়া ছিল নোমান। তিনি ইরাকের আম্বার নামক শহরে বসবাস করিতেন। কেহ বলিয়াছেন তিনি বাবিল শহরের অধিবাসী ছিলেন। এই গুলি সবই হইল পারস্যের এলাকা। যেহেতু জ্যোত্বী ইরাকের কুফাতে চলিয়া গিয়াছিলেন এবং সেখানে শেষ জীবন পর্যন্ত বসবাস করিয়াছিলেন। এই কারণে তাঁহাকে কুফীও বলা হইয়া থাকে। জ্যোত্বী ইসলাম গ্রহন করিবার পরে হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহুর খাস সঙ্গীদের অন্তরভুক্ত হইয়া গিয়াছিলেন। এই সময়ে ইমাম আবু হানীফার পিতা সাবিতও জন্ম গ্রহন করিয়াছিলেন। দাদা নোমান তাঁহার পুত্র সাবিতকে লইয়া হজরত আলী রাদীআল্লাহু আনহুর দরবারে দুয়ার জন্য হাজির হইয়া ছিলেন। এই সময়ে হজরত সাবিতের বয়স ছিলো মাত্র দুই তিন বৎসর । হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহু হজরত সাবিত ও তাঁহার বংশধরের জন্য দুয়া করিয়া ছিলেন। এই দুয়ার সুত্রপাত হইয়াছিলো হজরত ইমাম আবু হানীফার থেকে।

ইমাম বোখারীর নাম মোহাম্মাদ। পিতার নাম ইসমাঈল,দাদার নাম ইবরাহীম,পরদাদার নাম মুগীরাহ। ইমাম বোখারী ১৯৪ হিজরী, তেরই শাওয়াল জুময়ার দিন জুময়ার নামাজের পরে বোখারা দেশে জন্ম গ্রহন করিয়াছেন। অবশ্য কোনো কিতাবে বলা হইয়াছে তাঁহার জন্ম ২০৪ হিজরীতে হইয়াছে। তিনি বার দিন কম বাষট্টি বৎসর বয়স পাইয়া ২৫৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করিয়াছেন ।

ইমাম রোখারীর পরদাদার পূর্ব পুরুষগন অগ্নীপূজক ছিলেন। তাঁহার পরদাদা মুগিরাহ সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহন করিয়া ছিলেন। ইমাম রোখারী অতি শৈশবে পিতা হারা হইয়া ছিলেন। যেহেতু তিনি বোখারা শহরের মানুষ ছিলেন, এই জন্য তাঁহাকে ইমাম বোখারী এরং তাঁহার কিতাবকে বোখারী শরীফ বলা হইয়া থাকে। অন্যথায় বোখারী শরীফের আসল নাম হইল আল জামিউস সহীহ। তাঁহার উপাধী ছিলো আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস। তিনি অত্যন্ত স্মৃতি শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন।

(২) ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম বোখারী দ্বীন ইসলামের কে কি খিদমাত করিয়াছেন?

উত্তর - ইমাম আবু হানীফার পর থেকে কিয়ামতের সকাল পর্যন্ত দ্বীনের উপরে তাঁহার খিদমাতের সহিত কাহারো খিদমাতের তুলনা করা যাইবে না। মানুষের মেরুদন্ড মজবুত না হইলে মানুষ সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিবেনা। দ্বীনের মেরুদন্ড হইল ইলমে ফিকাহ বা ফিকাহ শাস্ত্র। এই ফিকাহ শাস্ত্রকে তিনি হিমালয় পর্বত অপেক্ষা মজবুত করিয়া দিয়াছেন । যাহাদের কাছে

ফিকাহ শাস্ত্রের গুরুত্ব

pdf By Syed Mostafa Sakib

নাই তাহারা হইল দ্বীনের দিকদিয়া দুর্বলের দুর্বল। ইমাম আবু হানীফা ইলমে ফিকাহ বা ফিকাহ শাস্ত্রের উপর খিদমাত করিয়াছেন।

ইমাম বোখারী ইলমে হাদীস বা হাদীস শাস্ত্রের উপর খিদমাত করিয়াছেন। তাঁহার কিতাব যথাস্থানে খুবই বড়। তাই বলিয়া হাদীস শাস্ত্রেও ইমাম আবু হানীফার খিদমাত ইমাম বোখারীর থেকে কোনো অংশে কম নয় বরং বহু গুনে বেশি। অবশ্য একথা সহজে সবাই মানিয়া নিতে পারিবেনা ।

(৩) ইমাম আবু হানীফা তো ফিকাহ শাস্ত্রের দায়িত্ব নিয়া ইল্মে ফিকাহ এর উপর খিদমাত করিয়াছেন। ইমাম বোখারী হাদীস শাস্ত্রের দায়িত্ব নিয়া ইল্মে হাদীস এর উপর খিদমাত করিয়াছেন। ইল্মে হাদীসের উপর ইমাম বোখারী অপেক্ষা ইমাম আবু হানীফার খিদমাত বহু গুনে বেশি ছিলো, ইহা কেমন করিয়া সম্ভব ? হাদীস শাস্ত্রে ইমাম বোখারীর শায়েখদের সংখ্যা ছিলো একহাজার আশি (১০৮০) জন। ইমাম আবু হানীফার শায়েখদিগের সংখ্যা ছিলো কতো ? শোনা গিয়া থাকে যে, ইমাম আবু হানীফা মাত্র সতেরোটি হাদীস জানিতেন।

উত্তর - ইমাম আবু হানীফা মাত্র সতেরটি হাদীস জানিতেন বলা নিছকই শয়তানী কথা । বর্তমানে এই শয়তানী কথার প্রচারে রহিয়াছে ওহাবী - তথা কথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায়। ইহারা হইল ইমাম আবু হানীফার চরম ও পরম শত্রূ। এই শয়তানের দল ইমাম বোখারীর আড়ালে ইমাম আবু হানীফার দিকে কাদা ছুড়িয়া থাকে। লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহ!

ইল্মে হাদীসে ইমাম বোখারীর শায়েখ বা উস্তাদদিগের সংখ্যা হইল এক হাজার আশি। ইহাদের মধ্যে কোনো শায়েখ না <u>সাহাবীয়ে রাসুল ছিলেন, না তাবেয়ী</u> । ইমাম আবু হানীফার শায়েখদিগের সংখ্যা ছিলো <u>চার হাজার</u>। ইহাদের মধ্যে প্রথম সারির শায়েখগন ছিলেন <u>সাহাবায়ে কিরাম</u>। কোথায় হাজার আশি, আর কোথায় চার হাজর। চাই ফিকাহ শাস্ত্রে হউক অথবা হাদীস শাস্ত্রে হউক, একমাত্র ইমাম আবু হানীফা ব্যতিত কোন ইমাম সাহাবায়ে কিরামদিগের দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া ছিলেন না। সুতরাং ইমাম আবু হানীফা ছিলেন তাবেয়ী। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তিনটি যুগকে উত্তম যুগ বলিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহার পবিত্র যুগ, তারপর সাহাবায়ে কিরামদিগের যুগ, তারপর তাবেয়ীনদের যুগ। কোথায় ইমাম আবু হানীফা ও কোথায় ইমাম বোখারী!

ইমাম আবু হানীফার নিকট ইল্মে হাদীসের যে সম্পদ ছিলো সেই সম্পদ ইমাম বোখারী কোথায় পাইবেন! ইমাম আবু হানীফা সরাসরি সাহাবায়ে কিরাম দিগের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। নিশ্চয় এই ময়দানে ইমাম বোখারীর মুখ দেখা যাইবেনা। ইমাম আবু হানীফা সাহাবায়ে কিরামদিগের নিকট থেকে যে হাদীসগুলি বর্ণনা করিয়াছেন সে গুলিকে বলা হইয়া থাকে - <u>আহদিয়াত</u>। ইমাম আবু হানীফা তাবেয়ীনদের থেকে যে হাদীসগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন সেগুলিকে বলা হইয়া থেকে <u>সুনাইয়াত</u>। ইমাম আবু হানীফা তাবে তাবেয়ীনদিগের নিকট থেকে যে হাদীসগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন সেই হাদীসগুলিকে বলা হইয়া থাকে <u>সুলাসিয়াত</u>। ইমাম আবু হানীফার আহদিয়াতের সংখ্যা ছিলো ষোলোটি এবং সুনাইয়াতের সংখ্যা ছিলো প্রায় দুই হাজার। আর সুলাসিয়াতের সংখ্যা ছিলো চার হাজার। আহাদিয়াত, সুনাইয়াত ও সুলাসিয়াত; এইগুলি ইমাম আবু হানীফা বর্ণনা করিয়াছেন । অন্যথায় তিনি পাঁচ লক্ষ হাদীসের হাফিজ ছিলেন।

প্রকাশ থাকে যে, সবচাইতে গুরুত্ব পূর্ণ হাদীস হইল আহদিয়াত, তারপর সুনাইয়াত এবং তারপর সুলাসিয়াত। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের হাদীস ইমাম বোখারীর হাদীস ভান্ডারে একটিও আসে নাই। তৃতীয় প্রকারের হাদীস বোখারী ভান্ডারে মাত্র বাইশটি জমা হইয়াছে। আবার এই বাইশটির মধ্যে কুড়িটি ইমাম বোখারী তাঁহার হানাফী উস্তাদদিগের নিকট থেকে ধার করিয়াছেন। বর্তমানে যে সমস্ত ওহাবী নামধারী আহলে হাদীস শয়তান ইমাম আবু হানীফাকে কলঙ্ক করিবার জন্য বলিতেছে যে, তিনি কেবল মাত্র সতেরটি হাদীস জানিতেন; তাহাদিগকে

pdf By Syed Mostafa Sakib

তওবা করিবার দাওয়াত দিয়া বলিতেছি, বর্তমানে আহলে সুন্নাতের ইলমের শহর ও নগর হইল বেরেলী শরীফ ও আযমগড়ের মুবারাকপুরের মাদ্রাসা আল জামিয়াতুল আশরাফিয়াহ। এই দূর দেশে সফর করিয়া যাইতে হইবেনা। আমার মতো একজন ইল্ম কাঙ্গালের দুয়ারে আসিলে ইমাম আবু হানীফার থেকে বর্ণিত হাজারের অধিক হাদীস দেখাইয়া দিতে পারিবো ইনশা আল্লাহ।

(৪) ইমাম বোখারীর বোখারী শরীফ হইল একটি জগত বিখ্যাত কিতাব, যাহা আমরা দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার কোনো হাদীসের কিতাব দেখিতে পাওয়া যায়না কেন ?

উত্তর - আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, ইল্মে হাদীসের উপর ইমাম বোখারীর খিদমাত বহু বড়। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার সঙ্গে তুলনা করিতে গেলে ইমাম বোখারীর খিদমাত হারাইয়া যাইবে। সূর্যের ফোকাশের কাছে যেমন প্রদীপের শিখা ম্লান, তেমন ইমাম আবু হানীফার হাদীসের খিদমাতের কাছে ইমাম বোখারীর খিদমাত হইল ম্লান।

ইল্মে হাদীসে ইমাম বোখারী থেকে আরম্ভ করিয়া দুনিয়াতে যত ইমাম আসিয়াছেন তাঁহাদের সবার ইমাম হইলেন ইমাম আবু হানীফা। তিনি কেবল মাত্র ইল্মে ফিকাহতে সমস্ত ইমামদের ইমাম ছিলেন না, বরং তিনি যেমন ছিলেন ইমামুল আইম্মাহ ফিল ফিকাহ তেমন তিনি ছিলেন ইমামুল আইম্মাহ ফিল হাদীস। অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা যেমন ফিকাহ শাস্ত্রে সমস্ত ইমামদিগের ইমাম ছিলেন তেমনি তিনি হাদীস শাস্ত্রেও সমস্ত ইমামদিগের ইমাম ছিলেন।

যেহেতু ইমাম আবু হানীফার যুগে ব্যাপক লেখা লিখি ছিলোনা। এই জন্য তাঁহার হস্ত লিখিত কাজ কম হইয়াছে। পরবর্তীতে তাঁহার বড়বড় শাগরিদগন লেখা লেখির কাজ ব্যাপক করিয়াছেন। দ্বিতীয় হইল তিনি ইল্মে ফিকাহের দায়িত্ব নিয়া ছিলেন, এই জন্য তিনি ফিকাহ শাস্ত্রের দিকে বেশি আকৃষ্ট হইয়া ছিলেন। তাঁহার ফিকাহ শাস্ত্রের মৌলিক কিতাবগুলি হইল - জামে সাগীর, জামে কাবীর, সীয়ারে সাগীর, সীয়ারে কাবীর, মাবসুত ও যিয়াদাত। অবশ্য এই কিতাবগুলি ইমাম মোহাম্মাদ লিখিয়াছেন। ইমাম মোহাম্মাদ হইলেন ইমাম আবু হানীফার প্রথম সারের শিষ্য। এই কিতাবগুলির সমস্ত উক্তি হইল ইমাম আবু হানীফার। অনুরূপ বহু হাদীসের কিতাব রহিয়াছে, যেগুলির সমস্ত হাদীস ইমাম আবু হানীফার থেকে বর্ণিত। সুতরাং সেই কিতাবগুলি সবই হইল ইমাম আবু হানীফার কিতাব। এই কিতাবগুলি মুসনাদে ইমাম আযম নামে পরিচিত। ইমাম আবু হানীফার এইরূপ মুসনাদ ১৫/২০ খানারও বেশি রহিয়াছে। যথা - (১) মুসনাদে ইমাম আযম মারবী আন ইমাম আবি ইউসুফ (২) মুসনাদে ইমাম আযম মারবী আন ইমাম ইবনো হাসান (৩) মুসনাদে ইমাম আযম মারবী আন ইমাম হাম্মাদ ইবনো হানীফা (৪) মুসনাদে ইমাম আযম মারবী আন হাসান ইবনে যিয়াদ (৫) মুসনাদে ইমাম আযম মারবী আন ইবনে মুসনাদে আবু নাঈন আহমাদ ইবনো আব্দুল্লাহ ইসবেহানী (৬) মুসনাদে ইমাম আযম মারবী আন আবিল্লাহ মোহাম্মাদ ইবনো মোহাম্মাদ ইয়াকূব হারিসী (৭) মুসনাদে ইমাম আযম মারবী আব্দুল কাসেম ত্বালহা ইবনো মোহাম্মাদ জায়ফর (৮) মুসনাদে ইমাম আযম মারবী আন ইমাম আব্দুল বাকী আনসারী (৯) মুসনাদে ইমাম আযম মারবী আন হাফিজ উমার ইবনো হাসান সান্নানী (১০) মুসনাদে ইমাম আযম মারবী আন মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ইত্যাদি।

বোখারী শরীফের মধ্যে মোট হাদীসের সংখ্যা নয় হাজার বিরাশি এবং একই হাদীস একাধিক স্থানে আসিয়াছে, এইরূপ হাদীসগুলি বাদ দিলে মোট হাদীসের সংখ্যা হইবে দুই হাজার সাত শত একষট্টি। এইবার ইমাম আবু হানীফার সূত্রে কত হাদীস বর্ণিত হইয়াছে সে সম্পর্কে উলামায়ে ইসলামের জবানে শুনিয়া নোট করিয়া নিন - ইমাম খাওয়ারিযমী যিনি পনেরোটি মুসনাদকে একত্রিত করিয়াছেন তাহাতে এক হাজার সাতশত (১৭০০) হাদীস রহিয়াছে। মুসনাদে ইবনো আকদাহ এর মধ্যে এক হাজার হাদীস (১০০০) রহিয়াছে।

কিতাবুল আসার এর মধ্যে রহিয়াছে চার হাজার (৪০০০) হাদীস। জামিউল মাসানিদ এর মধ্যে এক হাজর ছয়শত ষোলোটি (১৬১৬) হাদীস রহিয়াছে। ইমাম আবু ইউসুফের আসার এর মধ্যে এক হাজার তেরটি (১০১৩) হাদীস রহিয়াছে। ইমাম মোহাম্মাদের আসার এর মধ্যে রহিয়াছে নয়শত ষোলোটি (৯১৬) হাদীস। ইমাম ইবনো জিয়াদের আসার এর মধ্যে রহিয়াছে চার হাজর হাদীস। ইমাম আবু আব্দুল্লাহ বাগদাদী বলিয়াছেন - আমার নিকট সত্তর (৭০,০০০) হাজার হাদীস রহিয়াছে যেগুলি ইমাম আবু হানীফার থেকে বর্ণিত। এই প্রকারে সারা দুনিয়াতে ইমাম আবু হানীফার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা আশি (৮০,০০০) হাজারেরও বেশি রহিয়াছে। কোথায় ইমাম আবু হানীফা ও কেথায় ইমাম বোখারী ! এইবার চিন্তা করিয়া বলুন, যাহারা একজন মহান ইমামকে কলঙ্ক করিবার উদ্দেশ্যে বলিয়া বেড়াইতেছে যে, ইমাম আবু হানীফা মাত্র সতেরটি হাদীস জানিতেন তাহারা সঠিক অর্থে মুসলমান, না শয়তানের শিষ্য ?

বোখারী, মোসলেম থেকে আরম্ভ করিয়া দুনিয়ার যে কোনো হাদীসের কিতাব খুলিলে প্রায় পাতায় পাতায় হজরত আবু হোরায়রা রাদী আল্লাহু আনহুর নাম পাওয়া যায় কিন্তু হজরত আবু বাকার সিদ্দিক রাদী আল্লাহু আনহুর নাম খুঁজিয়াও পাওয়া মুশকিল হইয়া যায়।জানিনা, এই স্থলে শয়তানের শিষ্যদের রায় কি হইবে ? হজরত আবু হোরায়রা কি হজরত আবু বাকার সিদ্দিক এর থেকে হাদীস বেশি জানিতেন ? কখনই না। কিন্তু তাঁহার থেকে হাদীস কম বর্ণিত হইবার কারণ হইল যে, তিনি খিলাফতের দায়িত্বে থাকিবার কারণে হাদীস বর্ণনা করিবার অবসর পাইয়া ছিলেন না।

(৫) আমাদের দেশে ওহাবী লা মাযহাবী, তথা কথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের মানুষেরা ব্যাপক ভাবে প্রচার করিয়া থাকে যে, ইমাম আবু হানীফা মাত্র সতেরটি হাদীস জানিতেন। ইহা কি কেবল তাহাদের মুখের কথা, না কোনো কিতাবে এইরূপ কথা লেখা রহিয়াছে?

উত্তর ঃ- কুরয়ান শরীফে মোট একশত চৌদ্দটি সুরাহ রহিয়াছে। এখন যদি ভুল বশতঃ কোনো কিতাবে লেখা হইয়া যায় যে, কুরয়ান শরীফে মোট চৌদ্দটি সুরাহ রহিয়াছে, তাহা হইলে কি তাহাই মানিয়া নিতে হইবে , না তাহা প্রচার করিয়া বেড়াইতে হইবে ! ইহা মানিয়া নেওয়া হইবে বোকামী এবং ইহা প্রচার করা হইবে আরো বোকামী। কারণ, কুরয়ান পাক যখন সবার সামনে মৌজুদ রহিয়াছে সেখানে কাহারো ভুল কথা মানিয়া নেওয়া হইবে কেন ! অবশ্য যাহারা নও মুসলিম অথবা যাহারা নাদানের নাদান, তাহারা এই ভুল কথার পিছনে পড়িয়া যাইবে।

ইমাম বোখারীর মতো একজন উচ্চ পর্যায়ের মুহাদ্দিস হইতেছেন হাদীস শাস্ত্রে ইমাম আবু হানীফার শাগরিদের শাগারিদ , ইল্মে হাদীসের উপর যে ইমাম বোখারীর খিদমাত হইল ইমাম আবু হানীফার খিদমাতের তুলনায় অতি নগন্য, ইমাম আবু হানীফার পর থেকে এ পর্যন্ত সারা দুনিয়ায় কোনো মুহাদ্দিসের দাবী নাই যে, ইমাম আবু হানীফার থেকে তাঁহার বেশি হাদীস জানা ছিলো; তাহাহইলে ইমাম আবু হানীফা মাত্র সতেরটি হাদীস জানিতেন বলিয়া প্রচার করাকে বোকামী বলা হইবে, না বেঈমানী বলা হইবে , না নাদানী বলা হইবে ? ইমাম আবু হানীফার বড় বড় শাগরিদদের সংখ্যা ছিলো তিন হাজার। তন্মধ্যে এক হাজার শাগরিদ ছিলেন যুগের জগত বিখ্যাত আলেম ও মুহাদিস। এই তিন হাজার শাগরিদ কি ইমাম আবু হানীফার নিকট থেকে মাত্র সতেরটি হাদীস পড়া শোনা করিতেন ! লা-হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! অনুরূপ ইমাম আবু হানীফার উস্তাদের সংখ্যা ছিলো চার হাজার। এই চার হাজর উস্তাদের নিকট থেকে কি কেবল সতেরটি হাদীস সংগ্রহ করিয়া ছিলেন ! একজনের নিকট থেকে একটি করিয়া হাদীস সংগ্রহ করিলে তো চার হাজার হাদীস হইবে। এইরূপ একজন উচ্চপর্যায়ের মুহাদ্দিসকে কলংক করিবার জন্য যাহারা বলিয়া থাকে যে, তিনি মাত্র সতেরটি হাদীস জানিতেন, তাহারা নিশ্চয় শয়তানের শিষ্য।

বোখারী, মোসলেম, তিরমিজী, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনো মাজা; এই ছয়খানা কিতাবকে 'সিহাহ্ সিত্তাহ' বলা হইয়া থাকে। এই কিতাবগুলির মধ্যে ইমাম আবু হানীফার উস্তাদ, শাগরিদ ও প্রসংশাকারীদিগকে যদি বাদ দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে সিহাহ সিত্তার মধ্যে হাদীস পাওয়া যাইবেনা। হাদীসের কিতাবগুলির সমস্ত পাতা সাদা হইয়া যাইবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

যাইবে। এই সমস্ত কথা কি সাধারন মানুষকে বুঝানো সম্ভব!

অবশ্য 'মুকাদ্দামায় ইবনো খাল্লেদূন' এর মধ্যে বলা হইয়াছে যে, ইমাম আবু হানীফার থেকে মোট সতেরটি হাদীস বর্ণিত ছিলো। প্রকাশ থাকে যে, আল্লামা ইবনো খাল্লেদুন একজন উচ্চ পর্যায়ের আলেম ছিলেন। তাঁহার কিতাবের মধ্যে এই ধরনের একটি ভুল কথা কি প্রকারে লেখা হইয়া গিয়াছে, সে সম্পর্কে উলামায়কিরাম আশ্চর্য হইয়াছেন। তবে উলামায় কিরামগন ইহার জবাব দিয়াছেন যে, আসলে তিনি এই ধরনের ভুল কখনোই করেন নাই, বরং পরবর্তীকালে কেহ ভুল করিয়া অথবা ইচ্ছাকৃত শব্দ পরিবর্তন করিয়া দিয়াছে। কারণ, আল্লামা খাল্লেদুন যে যুগে কিতাব লিখিয়াছেন সেই সময়ে না ছাপা খানা ছিলো, না প্রিন্টিং প্রেস। বরং কলমী পান্ডুলিপি হইতো। পরে সেই পান্ডুলিপি থেকে নকল করা হইয়াছে। এই নকল করাতে ভুল হইয়া গিয়াছে। চাই ইচ্ছায় হউক অথবা অনিচ্ছায় হউক। আসল কথা হইল যে, ইমাম আবু হানীফার থেকে বর্ণিত হাদীসের কিতাবগুলির সংখ্যা হইল সতেরটি। এই কিতাবগুলি 'মোসনাদ' বলা হইয়া থাকে। ইবনো খাল্লেদুন হয় তিনি লিখিয়াছেন-ইমাম আবু হানীফার থেকে সতেরটি মোসনাদ (অর্থাৎ হাদীসের কিতাব) বর্ণিত হইয়াছে। পরবর্তীতে ভুল করিয়া অথবা ইচ্ছাকৃত এই 'মোসনাদ' শব্দের পরিবর্তে 'হাদীস' শব্দ অথবা 'রেওয়ায়েত' শব্দ লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে। আবার ইহাও হইতে পারে যে, ইবনো খাল্লেদুন লিখিয়াছেন-ইমাম আবু হানীফার থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা সতের শত। কারণ, ইমাম আবু হানীফার একটি মোসনাদের মধ্যে সতের শত হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। পররর্তীতে ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত ভাবে 'শত' শব্দটি ছাড়িয়া গিয়া কেবল 'সতের' শব্দটি থাকিয়া গিয়াছে। সূতরাং আল্লামা ইবনো খাল্লেদূনের কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়া -'ইমাম আবু হানীফা মাত্র সতেরটি হাদীস জানিতেন' বলিয়া ঢোলে বাড়ি দেওয়া হইবে বেঈমানদের কাজ। সারা পশ্চিম বাংলার ওহাবী-তথা কথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায়কে চ্যালেঞ্জ করত বলিতেছি, আমি ইমাম আ'যম আবু হানীফার সূত্রে বর্ণিত সতের শত হাদীস দেখাইয়া দিবো ইনশা আল্লাহ। ইহার পরেও যদি কেহ 'সতের' বলিয়া প্রচার করিয়া থাকে, তবে সে নিজে নিজেকে বিচার করিয়া নিবে যে, সে কে? মুসলমান, না শয়তান?

(৬) ইমাম আবু হানীফা যখন হাজার হাজার হাদীসের হাফিজ ছিলেন, তখন ইমাম বোখারী তাঁহার সূত্রে একটিও হাদীস বোখারী শরীফের মধ্যে গ্রহন করেন নাই কেন?

উত্তর— ইমাম আবু হানীফার থেকে ইমাম বোখারীর হাদীস গ্রহন না করিবার কারণ কখনোই এই নয় যে, ইমাম আবু হানীফা কোনো উচ্চ পর্যায়ের মুহাদ্দিস ছিলেন না অথবা তাঁহার সনদ বা সুত্রের হাদীস হইল যঈফ অথবা ইমাম বোখারীর নজরে ইমাম আবু হানীফার কোনো মর্যাদাই ছিলো না। যাহারা এই প্রকার ধারনা রাখিয়া থাকে, তাহারা হইল মুর্খের মুখ। কারণ, ইমাম মোসলেম হইলেন ইমাম বোখারীর শাগরিদ। তিনি ইমাম বোখারীর সূত্রে মোসলিম শরীফের মধ্যে একটিও হাদীস গ্রহন করেন নাই। তবে কি ইমাম মোসলিমের নিকটে ইমাম বোখারী হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল ছিলেন! সারা দুনিয়া যে বোখারীর ডাংকা বাজাইতেছে সেই বোখারীর একটি হাদীস ইমাম মোসলিম গ্রহন করিলেন না কেন?

ইমাম বোখারী শাফয়ী মাযহাব অবলম্বী ছিলেন অথবা শাফয়ী মাযহাব মুখি ছিলেন। এবং ইমাম বোখারী ইমাম শাফয়ীকে একজন ইমাম ও মুহাদ্দিস বলিয়া মানিতেন, অথচ তিনি বোখারী শরীফের মধ্যে ইমাম শাফয়ীর সূত্রে একটিও হাদীস গ্রহন করেন নাই। তবে কি ইমাম বোখারী ইমাম শাফয়ীকে হাদীসে দুর্বল বলিয়া জানিতেন? অনুরূপ ইমাম নাসায়ী ইমাম বোখারীর শাগরিদ ছিলেন, কিন্তু তিনি নাসায়ী শরীফের মধ্যে ইমাম বোখারীর সুত্রে একটিও হাদীস গ্রহন করেন নাই। তবে কি তাঁহার কাছে ইমাম বোখারী হাদীসে দুর্বল ছিলেন? কোনো ওহাবী-লা মাযহাবীর নিকটে কি ইহার কোন জবাব রহিয়াছে?

তবে ইমাম বোখারী নিজের দ্বীনদারী ও পরহিজগারী প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন যে, তিনি ইমাম আবু হানীফার সূত্র থেকে কেন হাদীস গ্রহন করেন নাই। যেমন ইমাম বোখারী বলিয়াছেন - আমি আমার সহী বোখারীর মধ্যে একমাত্র তাহাদের থেকে হাদীস নিয়াছি, যাহাদের অভিমত ইহাই যে, ঈমান হইল কথা ও কাজ উভয়ের নাম। আর যাহারা বলিয়া থাকেন যে, ঈমান হইল কেবল বিশ্বাসের নাম। আমল ঈমানের অঙ্গ নয়। আমি বোখারীর মধ্যে তাহাদের হাদীস গ্রহন করি নাই। মোটকথা, ইমাম আবু হানীফার সহিত ইমাম

pdf By Syed Mostafa Sakib

বোখারীর একটি ইল্মী মসলায় দ্বিমত থাকিবার কারনে তাঁহার থেকে হাদীস গ্রহন করেন নাই। মতভেদটি হইল ইহাই-ইমাম আবু হানীফার নিকটে ঈমান হইল কেবল আন্তরিক বিশ্বাসের নাম। আমল ঈমানের অঙ্গ নয়। ইমাম বোখারীর নিকটে ঈমান হইল আন্তরিক বিশ্বাস ও আমলের সমষ্ঠি অর্থাৎ আমল হইল ঈমানের অঙ্গ ।ইমাম আবু হানীফার নিকটে ঈমান কম ও বেশি হইয়া থাকে না । কিন্তু ইমাম বোখারীর নিকটে ঈমান কম ও বেশি হইয়া থাকে। এই মৌলিক মতভেদের কারণে ইমাম বোখারী ইমাম আবু হানীফার সূত্র থেকে হাদীস গ্রহন করেন নাই। এই আসল রহস্য বুঝিবার বোধ যাহাদের মধ্যে নাই, তাহারা ইমাম আবু হানীফার সম্পর্কে গোমরাহ হইয়াছে।

(৬) আমাদের দেশের আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের মানুষেরা বলিয়া থাকে যে, কুরয়ানের পরে সর্বাধিক সহী কিতাব হইল বোখারী শরীফ। ইমাম বোখারী অত্যন্ত যাঁচাই করিয়া হাদীস সংগ্রহ করিয়াছেন। হানাফীদের হাদীস সবই যঈফ। এইরূপ কথা কতদুর সত্য ?

উত্তর ঃ- 'কুরয়ানের পরে বোখারীর স্থান' ইহা না কুরয়ান পাকের কথা, না ইহা হাদীস পাকের কথা । যে গোমরাহ সম্প্রদায় কথায় কথায় বলিয়া থাকে যে, আমরা হাদীস ও কুরয়ান ছাড়া কিছুই মানিয়া থাকিনা, তাহারা কেমন করিয়া এই কথা মানিয়া থাকে ! লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

উলামায়কিরামদিগের একাংশ এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। আবার একাংশ আলেম ইমাম মালিকের 'মুয়াত্তা' সম্পর্কেও এই রূপ কথা বলিয়াছেন। আবার একাংশ আলেম মোসলেম শরীফ সম্পর্কেও এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। মোটকথা, উলামায় কিরাম এক একটি কিতাবের বৈশিষ্টের উপরে এইরূপ কথা বলিয়াছেন।

"বোখারী শরীফ সর্বাধিক সহী" ইহার অর্থ এই নয় যে, বোখারীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত হাদীস সহী। যাহারা বোখারী শরীফের সমস্ত হাদীসকে সহী বলিয়া থাকে তাহারা গোমরাহ। বোখারীর মধ্যে অনেক হাদীস যঈফ রহিয়াছে। অবশ্য অন্যান্য কিতাবের তুলনায় বোখারীর মধ্যে যইফ হাদীসের সংখ্যা খুবই কম। এই জন্য বলা হইয়াছে- বোখারী সর্বাধিক সহী কিতাব। বোখারীর মধ্যে যে সমস্ত হাদীস যঈফ রহিয়াছে সেগুলি জানিবার জন্য 'নুজহাতুল কারী শরহে বোখারী' পাঠ করিবার প্রয়োজন।

ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি সমস্ত সাহাবায় কিরাম দিগের ইল্মের অয়ারিস ছিলেন। কারণ, তাঁহার উস্তাদ ছিলেন ইমাম শা'বী রহমাতুল্লাহি আলাইহি। এই ইমাম শা'বী পাঁচশত সাহাবায় কিরামের যিয়ারত করিয়াছেন এবং প্রায় পঞ্চাশ জন সাহাবার নিকট থেকে হাদীস সংগ্রহ করিয়াছেন। আবার তিনি চার হাজার তাবেঈন দিগের নিকট থেকে সারা দুনিয়ার ইল্ম হাসিল করিয়াছেন। অতঃপর ইমাম শা'বী তাঁহার সমস্ত ইল্মকে ইমাম আবু হানীফাকে দিয়াছেন। এই সৌভাগ্য দ্বিতীয় কোনো ইমামের হয় নাই। কোথায় ইমাম আবু হানীফা ও কোথায় ইমাম বোখারী ! কাহার সহিত কাহার তুলনা !

কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে যাঁচাই করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকেনা। যাহার প্রতি সন্দেহ হইয়া থাকে তাহাকে যাঁচাই করা হইয়া থাকে। ইমাম আবু হানীফা যাহাদের নিকট থেকে হাদীস সংগ্রহ করিয়াছেন , তাঁহাদের একাংশ হইলেন সাহাবায় কিরাম। আর একাংশ হইলেন তাবেঈনে ইজাম। সূতরাং সাহাবায় কিরাম ও তাবেঈনদিগকে যাঁচাই করিবার কিছু ছিলো না। ইমাম আবু হানীফা বিনা যাঁচাইয়ে বিশুদ্ধ মানুষদিগের নিকট থেকে বিশুদ্ধ হাদীস সংগ্রহ করিয়াছেন। সূতরাং হানাফীদের হাদীস হইল সহী। ইমাম বোখারীর যুগ ছিলো যাঁচাই করিবার যুগ। তাই তিনি বিনা যাঁচাইয়ে হাদীস গ্রহন করিয়া ছিলেন না। এমনকি বহু হাদীস, যেগুলি ইমাম আবু হানীফার যুগে সহী ছিলো, সেগুলি ইমাম বোখারীর যূগে বর্ণনাকারীদের চারিত্রিক কারনে যঈফ হইয়া গিয়াছে। ইহাতে হানাফীদের মাথা ব্যাথা হইবার কোনো কারণ নাই। কারণ, ইমাম আবু হানীফা তো সঠিক সূত্রে সঠিক হাদীস গ্রহন করিয়াছেন। হানাফীগন ! আমার এই কথা যদি বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া থাকেন, তবে গোমরাহ লা-মাযাহাবী সম্প্রদায়ের গোমরাহী কথায় গোমরাহ হইয়া যাইবেন। আল্লাহ পাক বুঝিবার বোধ দিয়া থাকেন।

(৭) ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম বোখারী সম্পর্কে শেষ কলম কি হইবে ?

উত্তর ঃ- ইমাম আবু হানীফা রহমা তুল্লাহি আলাইহির উপরে ইমাম বোখারীর এক বিন্দু অবদান নাই। কারণ, ইমাম বোখারী দুনিয়াতে আসিবার বহু পূর্বে ইমাম আবু হানীফা

pdf By Syed Mostafa Sakib

পৃথিবী ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু ইমাম বোখারীর উপরে ইমাম আবু হানীফার অনেক অবদান রহিয়াছে। ইমাম আবু হানীফার শাগরিদ ও শাগরিদের শাগরিদগণ ইমাম বোখারীর উস্তাদ ছিলেন। মোটকথা, ইমাম আবু হানীফার ইল্ম ইমাম বোখারীর বাড়ীতে পৌঁছিয়া তাঁহার ঘরকে আলোকিত করিয়াছেন।

ইমাম আবু হানীফা সাহাবায় কিরামদিগের যুগ পাইয়াছেন, ইহা একটি বড় সৌভাগ্যের কথা। ইমাম বোখারী ইহা থেকে মাহরূম। ইমাম আবু হানীফা সাহাবায় কিরামদিগের নিকট থেকে হাদীস সংগ্রহ করিয়াছেন, ইহা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়। ইমাম বোখারী ইহা থেকে মাহরূম। ইমাম আবু হানীফা সাহাবায় কিরামদিগের সূত্রে ষোলটি হাদীস সংগ্রহ করিয়াছেন, যাহা হইল এক অসাধারণ সম্পদ। এই সম্পদ থেকে ইমাম বোখারী মাহরূম। বোখারী শরীফের মধ্যে এই হাদীস নাই।

ইমাম আবু হানীফা শতশত তাবেঈনদের সঙ্গে সাক্ষাত লাভ করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন। কেবল তাইনয়, তিনি তাঁহাদের নিকট থেকে শত শত হাদীস সংগ্রহ করিয়াছেন। এখানে ইমাম বোখারী মাহরূম। না তিনি তাবেঈনদের যামানা পাইয়াছেন, না তাঁহাদের সূত্রে একটি হাদীস সংগ্রহ করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন। প্রকাশ থাকে যে, ইমাম আবুহানীফা প্রায় দুই হাজারের মত হাদীস এমন রাবী বা বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে সংগ্রহ করিয়াছেন যে, ইমাম আবু হানীফা ও হূজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মধ্যে মাত্র দুইজন রাবী বা বর্ণনাকারী। এইরূপ হাদীস ইমাম বোখারী একটিও সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।

ইমাম আবু হানীফা ছিলেন 'খায়রুল কুরুন' বা উত্তম যুগের মানুষ। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তিনটি যুগকে 'উত্তম যুগ' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ইমাম বোখারী এই উত্তম যুগ থেকে দুরে পড়িয়া ছিলেন বলিয়া বিনা যাঁচাইয়ে হাদীস সংগ্রহ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়া ছিলোনা। প্রকাশ থাকে যে, বোখারী শরীফের যে বাইশটি 'সোলাসী' হাদীসের উপরে ইমাম বোখারীর গৌরব ছিলো, সেই বাইশটি হাদীসের মধ্যে ষোলটি হাদীস ইমাম আবু হানীফার শাগরিদদের থেকে সংগ্রহ করা।

বোখারী শরীফে বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হইয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হজরত সালমান ফারসী রাদী আল্লাহু আনহুর গায়ে হাত রাখিয়া বলিয়াছেন-যদি ঈমান সুরাইয়া' নামক নক্ষত্রে থাকে, তবে ইহাদের (সালমানদের পারস্য দেশের) একদল অথবা একজন মানুষ তাহা সংগ্রহ করিবে। সারা দুনিয়া ইহাতে একমত যে, পারস্যের মধ্যে সব চাইতে বড় আলেম হইলেন ইমাম আবু হানীফা। সূতরাং ইমাম আবু হানীফা হইলেন সেই ফুল, যাঁহার দিকে হুজুর পাকের ইংগিত ছিলো। অনুরূপ ইমাম আবু হানীফা হইলেন হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহুর খাস দুয়ার ফল। এই সমস্ত বিশেষত্ব ইমাম বোখারীর মধ্যে পাওয়া যায় না।

ইমাম আবু হানীফা হইলেন ইসলামের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি, যিনি বাকায়েদা ইল্মে ফিকহার বুনিয়াদ দিয়াছেন। পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে বড় মাযহাবটি হইল ইমাম আবু হানীফার কায়েম করা মাযহাব। পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলিম দেশগুলি হানাফী মাযহাব অবলম্বী। ইমাম বোখারীর থেকে বহু বড় বড় মুহাদ্দিসগণ ছিলেন ইমাম আবু হানীফার শাগরিদ। ইমাম বোখারী না কোনো মাযহাবের সতন্ত্র ইমাম ছিলেন, না তাঁহার নামে কোনো মাযহাব ছিল বা রহিয়াছে। পৃথিবীতে বহুদেশ রহিয়াছে হানাফী। অনুরূপ কোটি কোটি মানুষ নিজদিগকে হানাফী বলিয়া দাবী করতঃ দুনিয়া ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন এবং বর্তমান বিশ্বে কোটি মানুষ নিজদিগকে হানীফা বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। আল্লাহু আকবার কাবীরাণ! পৃথিবীতে একজন মানুষ নিজেকে বোখারী বলিয়া পরিচয় দেওয়ার মতো নাই। কোন মানুষ যেমনই বোখারী ভক্ত হউক না কেন, কিন্তু নিজেকে বোখারী বলিয়া পরিচয় দিবেনা।

~~প্রশ্নোত্তরে দ্বিতীয় পর্ব~~

ফাতাওয়া বিভাগ

(১৭)

<u>প্রথম প্রশ্ন</u>- সুন্নীদের শিশুরা দেওবন্দী অথবা গায়ের মুকাল্লিদদের (আহলে হাদীসদের) মাদ্রাসায় পড়িতে পারে কি না?

উত্তর ঃ- বদ মাযহাবের সঙ্গ হইল হত্যাকারী বিষ। শয়তানের গোমরাহ করিতে বিলম্ব হইয়া থাকে না। ফাসেকের সঙ্গ থেকে আমল বর্বাদ হইবার ভয় থাকে এবং বদ মাযহাবের সঙ্গ থেকে আকীদাহ (ঈমান) বর্বাদ হইয়া যাইবার ভয় থাকে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঈমান খারাপ হইয়া যাওয়া আমল খারাপ হইয়া যাওয়া অপেক্ষা নিকৃষ্ট। এইজন্য বুজর্গগন বিদয়াতীদের থেকে সাবধান থাকিবার জন্য অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়াছেন। ইহাতো হইল সাধারন সঙ্গ লাভের হুকুম। এবং গুরু শিষ্যের সম্পর্ক তো একটি বুজর্গ উস্তাদের সম্পর্ক হইয়া থাকে। এইবার এই রূপ ব্যক্তিকে যখন দ্বীনের ইল্মের উস্তাদ বানানো হইবে, তখন তাহাকে সম্মান ও এজ্জত করিবে। এই অবস্থায় উস্তাদেরও ছাত্রকে গোমরাহ করিবার খুবই বেশি সুযোগ হাতে আসিয়া যাইবে। এই জন্য যাহারা বদ মাযহাবের কাছে পড়িয়া থাকে, তাহারা সাধারনতঃ বদ মাযহাব হইয়া যায়। খুব কম সংখ্যক সঠিক আকীদার উপর দাঁড়াইয়া থাকে। এইজন্য হুকুম সব সময়ে অধিকাংশের উপরে হইয়া থাকে। এই কারনে হাদীস পাকে বর্ণিত হইয়াছে - নিশ্চয় ইল্ম হইল দ্বীন। সূতরাং তোমাদের দ্বীন যাহার নিকট থেকে নিয়া থাকো তাহাকে যাঁচাই করো। (ফাতাওয়ায় আমজাদিয়া চতুর্থ খন্ড ৯৬/৯৭ পৃষ্ঠা)

উল্লোখিত ফাতওয়া থেকে পরিস্কার প্রমান হইতেছে যে, ওহাবী, দেওবন্দীদের মাদ্রাসায় অথবা তাহাদের কাছে সুন্নীদের ছেলে মেয়েকে পড়িতে দেওয়া নাজায়েজ ও ঈমান বর্বাদ হইয়া যাইবার কারন। কারন, এই সম্প্রদায়গুলির আক্বীদাহ বা ইসলামী ধারনা গুলি বিদয়াত হইবার কারনে ইহারা হইল বিদয়াতী জামায়াত।

<u>দ্বিতীয় প্রশ্ন-</u> যে ব্যক্তি নিজেকে আহলে সুন্নাত অল জামায়াত বলিয়া থাকে এবং কিয়াম, মীলাদ শরীফ, আউলিয়ায় কিরামদিগের মাযারে যাওয়া, আউলিয়ায় কিরাম দিগের নিকটে কিছু চাওয়া তাহাদের মাযার গুলিতে চাদর দেওয়া, নযর নিয়ায কে নিষেধ করিয়া থাকে এবং শির্ক ও বিদয়াত বলিয়া থাকে; এইরূপ ব্যক্তির কাছে সুন্নী মানুষগণ নিজেদের ছেলে মেয়েকে শিক্ষার জন্য পাঠাইতে পারে কিনা?

উত্তর ঃ- এই সমস্ত জিনিষগুলি হইল ওহাবী হইবার চিহ্ন। বিশেষ করিয়া বিনা কারণে মুসলমানদিগকে মুশরিক বলা এবং কথায় কথায় শির্ক ও বিদয়াত বলিয়া থাকা ওহাবীদের বিশেষ লক্ষন। এই ব্যক্তি যদিও নিজেকে সুন্নী বলিয়া থাকে কিন্তু আসলে ওহাবী। এইরূপ ব্যক্তির কাছে নিজের শিশুদিগকে শিক্ষার জন্য পাঠানো নাজায়েজ। ওহাবীর কাছ থেকে পড়া শোনা করিয়া তাহাদের আকীদাহ গুলি শিক্ষা করিবে। নাউজুবিল্লাহ, নিজেও গোমরাহ হইবে এবং অন্যদেরও গোমরাহ করিবে। (ফাতাওয়ায় আমজাদিয়া চতুর্থ খণ্ড ৯৭/৯৮পৃষ্ঠ)

<u>তৃতীয় প্রশ্ন-</u> যে ব্যক্তি রুপিয়া ও রুটির লোভে নিজের মাযহাবকে পরিবর্তন করিয়া দিয়া থাকে। যেমন কোনো ব্যক্তি দেওবন্দীদের কাছে দেওবন্দী এবং গায়ের মুকাল্লিদ-আহলে হাদীসদের কাছে আহলে হাদীস হইয়া থাকে। এইরূপ ব্যক্তির সম্পর্কে শরীয়ত পাকের নির্দেশ কি রহিয়াছে?

উত্তর ঃ- এই প্রকার ব্যক্তি হইল শয়তানের শিষ্য। এবং এই প্রকার ব্যক্তি হইল টাকা পয়সার গোলাম। ইহার কোনো কথা গ্রহণ যোগ্য নয়। ইহার থেকে সাবধান থাকা জরুরী। (ফাতাওয়ায় আমজাদিয়া চতুর্থ খণ্ড ৯৬/৯৮পৃষ্ঠা)

বর্তমানে ওহাবী দেওবন্দীদের মধ্যে এই চরিত্র খুব বেশি দেখা যাইতেছে। ইহারা সুন্নীদের মহল্লায় সুন্নী মাজিয়া, প্রয়োজনে কিছু দিন মীলাদ কিয়ামও করিয়া থাকে। পরে ধীরে ধীরে সুন্নী মহল্লাকে ওহাবী দেওবন্দী তাবলিগী বানাইয়া থাকে। এই জন্য উপরের ফাতওয়ায় ইহাদের থেকে সাবধান থাকিতে বলা হইয়াছে। সুন্নীগন! অসাবধান হইলে সর্বনাশের শেষ থাকিবেনা।

<u>চতুর্থ প্রশ্ন-</u> মৌলবী আশরাফ আলী থানুবীর লেখা কিতাবগুলি, বারাহীনে কাতিয়া, তাকবীয়াতুল ঈমান, হিফজুল ঈমান ও বেহেশতী জেওর পড়া ও পড়ানো কেমন?

উত্তর ঃ- তাকবীয়াতুল ঈমান, বারাহীনে কাতিয়া, হিফজুল ঈমান ও বেহেশতী জেওর; এই কিতাবগুলির মধ্যে কুফরী বাক্যাবলী রহিয়াছে। অতএব, কোনো ইসলামিক প্রয়োজন ছাড়া এই কিতাবগুলি দেখা জায়েজ নয়। যে ব্যক্তি এই কিতাবগুলি খণ্ডন করিতে চাহিবে অথবা মুসলমান দিগকে কিতাবগুলির নোংরামী সম্পর্কে জ্ঞাত করিয়া দিতে চাহিবে তাহার জন্য পড়া জায়েজ। অন্যথায় ঐ কিতাবগুলি পড়া ও পড়ানো হারাম। (ফাতাওয়ায় আমজাদিয়া চতুর্থ খণ্ড ৯৮ পৃষ্ঠা)

আহলে সুন্নাতের সহিত দেওবন্দীদের কেবল মীলাদ কিয়ামের ঝগড়া নয়, বরং দ্বীনের বহু মৌলিক বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। এইস্থলে 'ফাতাওয়ায় আমজাদিয়া'র মধ্যে দেওবন্দীদের কুফরী আকীদাহগুলির বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এখানে কেবল প্রশ্নের মুল জবাব উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পঞ্চম প্রশ্ন- কাদিয়ানী সম্প্রদায় কাহাদের বলা হইয়া থাকে এবং তাহাদের লেখা কোনো কিতাব কি বাচ্চাদের পড়ানো জায়েজ হইবে?

উত্তরঃ- কাদিয়ানী সম্প্রদায় নিঃসন্দেহে কাফের মুর্তাদ। (ইহাতে সমস্ত সুন্নী জগত, এমনকি দেওবন্দীরাও একমত) সূতরাং তাহাদের কিতাব পত্রে গোমরাহী না থাকিলেও শিশুদের পড়ানো জায়েজ হইবে না। কারণ, ইহাতে শিশুমনে লেখকদের প্রতি সম্মান বসিয়া যাইবে এবং তাহাদের কথাগুলি মানিয়া নেওয়ার মানষিকতা তৈরী হইয়া যাইবে।

পাঞ্জাবের কাদিয়ানবাসী মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর অনুসরন কারীদিগকে কাদিয়ানী বলা হইয়া থাকে। মির্যা গোলাম আহমাদ প্রকাশ্য কাফের মুর্তাদ মানুষ ছিলো। সে নিজেকে নবী বলিয়া দাবী করিয়াছে এবং নবীগনের বিশেষ করিয়া ঈসা আলাইহিস সালামের পবিত্র মাতা হজরত মারিয়ামের সম্পর্কে অত্যন্ত যঘন্ন কথা ব্যবহার করিয়াছে। মির্যা গোলাম আহমাদ দ্বীনের বহু জরুরী বিষয় অস্বীকার করিয়াছে। মির্যা 'ইযালায় আওহাম' কিতাবে ৫৩৩পৃষ্ঠায় লিখিয়াছে - "আল্লাহ তায়ালা 'বারাহীনে আহমাদিয়া'তে এই অধমের নাম উম্মাতীও রাখিয়াছেন এবং নবীও।"

উক্ত কিতাবের ৬. ৮ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে - "হুজুর রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আ..াইহি অসাল্লামের ইলহাম ও অহী ভুল প্রমান হইয়াছে

উ.. ..কতাবের ২৬ ও ২৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছে "কুরয়ান শরীফ নোংরা গালাগালিতে পূর্ণ।" এই ধরনের আরো বহু কুফরী কথা তাহার কিতাবে ভরিয়া রহিয়াছে। দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা কাসেম নানুতবী তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ . সাল্লামের পরে নতুন নবী পয়দা হওয়াকে সম্ভব বলিয়াছে এবং মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী নিজেকে নবী ঘোষণা করতঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পরে নতুন নবী পয়দা হওয়াকে বাস্তব করিয়া দিয়াছে। মির্যার অনুসারীরা প্রকাশ্যে মির্যাকে নবী বলিয়া থাকে ও মানিয়া থাকে। অতএব, তাহার ও তাহার অনুসারীদের লেখা কোনো কিতাব শিশুদের পড়ানো তাহাদের গোমরাহীর কারন হইবে। সূতরাং শিশুদের পড়ানো নাজায়েজ। (ফাতাওয়ায় আমজাদিয়া চতুর্থ খণ্ড ১০৯/১১০ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বর্তমানে প্রায় গ্রামে গঞ্জে কাদিয়ানীরা খুব নীরবে সাধারন মানুষদের উপরে প্রভাব ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। সাধারন মানুষদের হাতে বিভিন্ন দিক দিয়া পচুর পয়সা তুলিয়া দেওয়ার চেষ্ঠা করিতেছে। ইস্কুল, কলেজের ছাত্রদের হাতে বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে পয়সা তুলিয়া দেওয়া হইতেছে। ইহারা প্রাথমিক পর্যায়ে যে সমস্ত বই পুস্তক ও বিজ্ঞাপন মানুষের সামনে আনিতেছে, সেগুলি থেকে সাধারন মানুষ তাহাদের গোমরাহীর গন্ধও পর্যন্ত পাইবেনা।

বর্তমানে সমাজের যে অবস্থা হইয়াছে তাহাতে প্রতি শতকে প্রায় পঁচানব্বই জন তরুন যুবক ইসলাম সম্পর্কে অবগত নয়। খেলাধুলায়, রং-তামাশায়, মদে মাতলামিতে মত্ত হইয়া রহিয়াছে। এই অবস্থাগুলি হইল কাদিয়ানী, তথা সমস্ত বাতিল ফিরকার জন্য সুবর্ন সুযোগ। এই জন্য অতি আগেবের সহিত আবেদন করিতেছি যে, আমার হানাফী সুন্নী ভাইগন! খুব সাবধান হইয়া যান। আপনাদের শিশুরা উপযুক্ত বয়স পাইবার পুর্বে তাহাদের শিশুমনে ইসলামের জরুরী বিষয়গুলি ঢুকাইয়া দিন। অন্যথায় সর্বনাশের শেষ থাকিবেনা।

<u>ষষ্ঠ প্রশ্ন</u> —আমাদের যুগে ইবনে সৌদ ও তাহার অনুসারী নজদীরা মুসলমান, না ইসলাম থেকে খারিজ এবং তাহাদের আকিদাহ গুলি আহলে সুন্নাতের অনুযায়ী, না বিপরীত এবং তাহাদের ধংসের জন্য দুয়া করা জায়েজ, না নাজায়েজ?

উত্তর — বর্তমানে সৌদী সরকার হইল খাঁটি ওহাবী। ইহারা বিশ্ব মুসলমানকে কাফের মুশরিক বলিয়া থাকে। ইহারা মক্কা ও মদিনা শরীফের সুন্নী মুসলমানদের উপর সীমাহীন অত্যাচার করিয়াছে। এক কথায় এই বর্বরদের দ্বারায় ইসলামের ইতিহাস কালো হইয়া গিয়াছে। যেমন সাদরুস শরিয়াহ আল্লামা আমজাদ আলী রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখিয়াছেন - ইবনো সৌদ ও তাহার অনুসারীগন হইল খাঁটি ওহাবী এবং তাহার সেই আকীদাহ ছিলো, যে আকিদাহ ছিলো অব্দুল ওহাব নজদীর। যাহার সম্পর্কে আল্লামা ইবনো আবেদীন শামী রদ্দুল মুহতার এর মধ্যে লিখিয়াছেন - আজকাল নজদীরাও সমস্ত দুনীয়ার মুসলমানদিগকে কাফের মোশরেক বলিয়া থাকে এবং

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাহাদের রক্তকে হালাল জানিয়া থাকে , বরং নাউজুবিল্লাহ তাহাদিগকে দাসী ও দাস বানাইয়া থাকে এবং তাহাদের সম্পদকে লুটের মালের মত বন্টন করিয়া থাকে । তাহাদের সম্পর্কে সহী হাদীসে বর্নিত হইয়াছে — তাহারা দ্বীন থেকে বাহির হইয়া যাইবে যেমন তীর শিকার ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যায় । তাহাদের ধংসের জন্য দুয়া করা জায়েজ। পবিত্র মক্কা ও মদীনা শরীফে তাহারা যে অত্যাচার চালাইয়াছে, সেখানকার জিন্দা ও মুর্দা বাসীন্দাদের যে কষ্ট দিয়াছে , সাহাবয়ে কিরাম ও মুসলমানদের মাযার গুলিকে যে অসম্মান করিয়াছে , মদিনা বাসীদিগকে অনাহারে রাখিয়াছে ; তাহাদের এই সমস্ত অত্যাচার থেকে কে অবগত নয় ? এই প্রকার যালিম ও অত্যাচারী-ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুদের ধংসের দুয়া করা জায়েজ যে , তাহাদের অস্তিত্ব থেকে দুনিয়া পাক হইয়া যাক এবং তাহাদের থেকে মক্কা ও মদীনা শরীফ পাক হইয়া যাক ।(ফাতওয়ায়ে আমজাদিয়া চতুর্থ খন্ডে ৪২২/৪২৩ পৃষ্ঠা)

এই ওহাবী ইমামদের পশ্চাতে নামাজ পড়া আদৌ জায়েজ নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে , ইহাদের বেদ্বীনী চরিত্র সম্পর্কে মানুষ অবগত না থাকিবার কারনে হাজার হাজার হাজী ঐ ওহাবীদের পশ্চাতে নামাজ পড়িয়া আসিতেছে ।

সপ্তম প্রশ্ন — মুনাজাতের পরে - লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' পাঠ করিলে মানুষ কাফের হইয়া যাইবে ?

উত্তর — কালেমায়ে তাইয়েবা - ' লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' হইল সেই কলেমা যে, যদি কাফের খাঁটি নিয়াতে পাঠ করিয়া থাকে , তাহা হইলে সে মুসলমান হহয়া যায়।এই কালেমা কুফর ও শির্ককে ধ্বংস করিয়া থাকে। যে কালেমা হইল ইসলামের বুনিয়াদ , তাহা পাঠ করিলে যদি কুফরী হইয়া যায় , তাহা হইলে ইসলাম পাইবার কোনো পথই থাকিবে না ।আল্লাহ তায়ালা এইরূপ গোমরাহী থেকে বাঁচাইয়া থাকেন । (ফাতায়ায়ে আমজাদিয়া চতুর্থ খন্ড ৪৪৭ পৃষ্ঠা)

বর্তমানে ওহাবী , দেওবন্দী , তাবলিগীরা মুনাজাতের শেষে ' লা ইলাহ ইল্লাল্লাহু' এর পরে ' মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' পাঠ করাকে শির্ক বলিয়া ত্যাগ করিয়া দিয়াছে ।অথচ কুরয়ান ও হাদীসে কোন যায়গায় শির্ক তো দুরের কথা , নাজায়েজ পর্যন্ত বলা নাই ।ইহাদের সাহস বলিহারী ! সুন্নী মুসলমানদের একান্ত উচিত যে , এই সমস্ত চুন্নী জামাতের মানুষের পিছনে নামাজ না পড়া । সব সময়ে একটি কথা মনে রাখিবেন যে, কোন বিষয়ে কেহ শির্ক অথবা হারাম বলিলে তাহার কাছে কুরয়ান ও হাদীস থেকে দলীল চাহিবেন। দেখাইতে না পারিলে তাহাকে যালিম বলিয়া দিবেন । কারণ , আল্লাহ ও তাহার রাসুল যাহা শির্ক অথবা হারাম বলেন নাই তাহা শির্ক ও হারাম যাহারা বলিয়া থাকে , তাহারা নিশ্চয় যালেম ।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

ফাতাওয়া বিভাগে সমস্ত প্রশ্নের জবাব 'ফাতাওয়ায় আমজাদিয়া' থেকে নকল করা হইয়াছে। 'ফাতাওয়ায় আমজাদিয়া' হইল একটি নির্ভর যোগ্য ফাতাওয়ার কিতাব। ইহা চার খন্ডে সমাপ্ত। লেখক সাদরুশ্ শরীয়াহ আল্লামা আমজাদ আলী রহমাতুল্লাহি আলাইহি। ইনি ছিলেন ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রথম সারির শিষ্য। সাদরুশ্ শরীয়ার কয়েকখানা কিতাব হইল আমাদের মত আলেম উলামাদের জন্য অমূল্য সম্পদ। যেমন বাহারে শরীয়ত, ফাতাওয়ায় আমজাদিয়া ও শারহে মায়ানীল আসারের আরবী শারাহ ইত্যাদি। এই কিতাবগুলি যাহাদের হাতে নাই তাহারা জানিতে পারিবেন না যে, আল্লামা কোন্ পর্যায়ের আলেম ছিলেন। তাঁহার সাহেব জাদাগণ হইলেন বর্তমান উপমহাদেশের প্রথম সারির আলেম। যেমন পশ্চিম পাকিস্তানের সব চাইতে বড় আলেম ছিলেন সাদরুশ্ শরীয়ার বড় সাহেবজাদা আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযহারী রহমা তুল্লাহি আলাইহি। অনুরূপ বর্তমান ভারতের সব চাইতে বড় মুহাদ্দিস হইলেন সাদরুশ্ শরীয়ার সাহেব জাদা আল্লামা যিয়াউল মুস্তফা ক্বাদেরী সাহেব কিবলা। আল্হামদু লিল্লাহ, মাত্র দুইমাস পূর্বে সাদরুশ শরীয়ার দেশের বাড়ী আজমগড়ে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মাজার শরীফ যিয়ারত করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রশ্নোত্তরে তৃতীয় পর্ব

নামাজ প্রসঙ্গে

প্রশ্ন নং (১) নামাজে নিয়্যাত করা কি জরূরী ? অনেকে বলিতেছে, নামাজে নিয়্যাত করা বিদয়াত । এবিষয়ে হানাফী মাযহাবের অভিমত জানিতে চাই ।

উত্তর- নামাজে আন্তরিক নিয়্যাত করা ফরজ । অন্যথায় নামাজ হইবেনা । মৌখিক নিয়্যাত করা মুস্তাহাব । হানাফী মাযহাবের সমস্ত ফিকহের কিতাবে ইহাই বলা হইয়াছে । ওহাবী - তথাকথিত আহলে হাদসী সম্প্রদায় ও ইহাদের সহিত দেওবন্দী,তাবলিগী জামায়াত ও জামাতে ইসলামের লোকেরা এই মৌখিক নিয়্যাতের বিরোধী । এই গোমরাহ জামায়াত গুলির কথায় কর্নপাত করিবেন না । সব সময়ে জানিয়া রাখিবেন , হানাফী মাযহাবের কোন মসলা কুরয়ান ও হাদীসের বিপরীত নয় । মৌখিক নিয়্যাতের দলীল হইল - হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছে - নিশ্চয় মানুষ মুমেন হইবেনা যতক্ষন পর্যন্ত তাহার অন্তর ও জবান এক না হইয়া থাকে । হুজুর পাক আরো বলিয়াছেন - কোন বান্দার ঈমান সোজা হইবেনা যতক্ষন পর্যন্ত তাহার অন্তর সোজা না হইয়া থাকে এবং তাহার অন্তর সোজা হইবেনা যতক্ষন না তাহার জবান সোজা হইয়া থাকে । (তাফসীরে রূহুল বাইয়ান) প্রকাশ থাকে যে , মৌখিক নিয়্যাত করিলে জবান ও অন্তর এক হইয়া যায়।

প্রশ্ন নং (২) নামাজে তাকবীরে তাহরীমাতে কান পর্যন্ত হাত উঠাইতে হইবে , না কাঁধ পর্যন্ত ? বর্তমানে ওহাবীদের দেখাদেখি হানাফীরাও কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাইতেছে ।

উত্তর - 'লা হউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' - ইহা হইল শরতানী প্ররচনা । নিজের মাযহাবকে ত্যাগ করতঃ ওহাবী, লা মাযহাবী সম্প্রদায়ের অনূসরন করা হারাম । কারণ, নিজের মাযহাবের উপর আমল করা ফরজ । দুঃখের বিষয় যে , ডাক্তার ও মাষ্টারদের একাংশ গোমরাহ জামাতগুলির শিকার হইয়াছে । ইহারা নিজদিগকে মহা পণ্ডিত মনে করতঃ কোন বিশ্বস্ত আলেমের নিকট থেকে নিজের মাযহাবকে যাঁচাই করিবার প্রয়োজন বোধ করিয়া থাকে না ।

হানাফী মাযহাবের সমস্ত কিতাবে কান পর্যন্ত হাত উঠাই বার কথা বলা হইয়াছে। এই মতের স্বপক্ষে রহিয়াছে বিশুদ্ধ হাদীস । যেমন ইমাম আবু হানীফা আসিম এর নিকট থেকে , তিনি তাঁহার পিতার থেকে , তিনি অয়েল ইবনো হাজার থেকে বর্ননা করিয়াছেন — নামাজ আরম্ভ করিবার সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাঁহার হস্তদয় তাঁহার দুই কানের লতা পর্যন্ত উঠাইতেন । (মোসনাদে ইমাম আযম)

তৃতীয় প্রশ্ন — আমরা এযাবত কেবল নামাজ অরম্ভ করিবার সময় কান পর্যন্ত হাত উঠাইয়া থাকি । এখন ওহাবী সম্প্রদায় বলিতেছে , রুকুতে যাইবার পুর্বে হাত উঠাইতে হইবে এবং রুকু থেকে পরে হাত উঠাইতে হইবে । কারণ , ইহাই হইল হাদীস সম্মত । হানাফীরা কেবল ইমাম আবু হানীফার কথা মত চলিয়া থাকে । ইহারা কোন হাদীস মানিয়া থাকেনা । এই কথা গুলি কতদুর সত্য ?

উত্তর — আল হামদু লিল্লাহ আমরা ইমাম আবু হানীফার কথা মতো চলিয়া থাকি । আল্লাহ পাক যেন এই প্রকার চলিবার তাওফিক দান করিয়া থাকেন । তবে হানাফীদের কাছে হাদীস নাই অথবা হানাফীরা হাদিস মানিয়া থাকেনা ইত্যাদি কথা গূলি হইল সরা সরি শয়তানী ।

তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অন্য কোন সময়েহাত উঠাইতে হইবেনা , ইহাই হইল বিশুদ্ধ হাদীস । যেমন ইমাম আবু হানীফা বর্ননা করিয়াছেন হজরত হাম্মাদের নিকট থেকে , তিনি ইবরাহীমের নিকট থেকে, তিনি আলকামা ও আসওয়াদের নিকট থেকে , তাহারা হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো মাসউদ রাদী আল্লাহু আনহুর নিকট থেকে ; হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো মাসউদ বলিয়াছেন — হুজুর সাল্লাল্লহু আলাইহি অ সাল্লাম কেবল নামাজ আরম্ভ করিবার সময় দুই হাত উঠাইতেন । ইহা ছাড়া আর হাত উঠাইতেন না । (মোসনাদে ইমাম অ'যম)

চতর্থ প্রশ্ন — হানাফী মাযহাবে নামাজে বিস মিল্লাহ ' আস্তে পাঠ করা হইয়া থাকে , যাহা শুনিতে পাওয়া যায় না । কিন্ত লা মাযহাবীরা উচ্চস্বরে পাঠ করিয়া থাকে । কোনটি সঠিক ?

উত্তর — হানাফী মাযহাবে নামাজে উচ্চস্বরে বিস মিল্লাহ পাঠ করা নাজায়েজ । ইহাই হইল বিশুদ্ধ হাদিস সম্মত অভিমত। যেমন ইমাম আবু হানীফা হজরত হাম্মাদের নিকট থেকে , তিনি হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহুর নিকট থেকে বর্ননা করিয়াছেন — হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম , হজরত আবু বাকার ও হজরত উমার রাদী আল্লাহু আনহুমা বিস মিল্লা হিররাহীম নির্রাহিম উচ্চ আওয়াজে পাঠ করিতেন না । (মোসনাদে ইমাম আযম)

পঞ্চম প্রশ্ন — বর্তমানে অনেকেই ইমামের পশ্চাতে

pdf By Syed Mostafa Sakib

সুরা ফাতিহা পাঠ করিবার কথা বলিতেছে যে , সুরা ফাতিহা পাঠ না করিলে নামাজ হইবেনা । ইহা আবার কেমন কথা হইল ?

উত্তর — খবরদার ! এইরূপ কথায় কখনোই কর্নপাত করিবে না । ইহা আমাদের দেশের ওহাবীদের কথা । ইমামের পশ্চাতে সুরা ফাতেহা পাঠ করা নাজায়েজ। কারণ , ইহা কুরয়ান বিরোধী কাজ । কুরয়ান পাকে ইমামের পশ্চাতে চুপ থাকিতে ও ইমামের কিরাত শ্রবন করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। হদিস পাকে ইমামের কিরাতকে মুকতাদির কিরাত বলিয়া ঘোষনা করা হইয়াছে । যেমন ইমাম আবু হানীফা মুসার নিকট থেকে , তিনি হজরত জাবির ইবনো আব্দুল্লাহ রাদী আল্লাহু আনহুর নিকট থেকে বর্ননা করিয়াছেন— হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম বলিয়াছেন– যাহার ইমাম রহিয়াছে , সুতরাং ইমামের কিরাত হইল তাহারই কিরাত । (মোসনাদে ইমাম আজম)

ইহা ছাড়ও এমন বহু হাদীস রহিয়াছে যাহাতে বলা হইয়াছে যে , ইমামের পশ্চাতে যাহারা কিরাত পাঠ করিয়া থাকে তাহাদের মুখে আগুন ভরিয়া দেওয়া, পাথর ভরিয়া দেওয়া উচিত । এই জন্য কাহার কথায় কর্ণপাত করিয়া নিজের মাযহাবকে ছাড়িয়া দেওয়া কঠিন গোনাহের কাজ ।

ষষ্ট প্রশ্ন-'আমীন'আস্তে বলিতে হইবে, না জোরে বলিতে হইবে ? একজন ওহাবী জামাতে শরীক হইলে আমিন জোরে বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে যে, চিন্তা নাই' আমি আসিয়া গিয়াছি।

উত্তর — আমীন আস্তে বলা হইল সন্নাত । ইমাম আযম আবু হানিফা হাম্মাদ ইবনো সুলাইমানের নিকট থেকে , তিনি হজরত ইবরাহীম নাখযী থেকে বর্ননা করিয়াছেন - ইমাম চারটি জিনিষ অপ্রকাশ্যে পাঠ করিবে- আউজু বিল্লাহ , বিসমিল্লাহ , সুবহানাকা আল্লাহুমা ও আমীন । এই হাদীসটি ইমাম মোহাম্মাদ 'আসার' এর মধ্যে বর্ননা করিয়াছেন ।

সপ্তম প্রশ্ন — নামাজে হাত কোথায় বাঁধিতে হইবে ? আমাদের দেশে ওহাবী নাম ধারি আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের লোকেরা মেয়েদের মত সীনার উপর হাত বাঁধিয়া থাকে । আবার দেওবন্দীদেরও দেখা যাইতেছে-যে, ইহারাও একেবারে সীনার উপরে না হইলেও নাভীর উপরে হাত বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছে । হাদীস সম্মত হাত কোথায় বাঁধিতে হইবে ?

উত্তর — নামাজে নাভির নিচে হাত বাঁধা সুন্নাত । সীনার ডপর হাত বাঁধা হইল মহিলাদের নামাজের নিয়ম । নাভির নিচে হাত বাঁধিবার মধ্যে আদব রহিয়াছে । সীনার উপরে পুরুষদের হাত বাঁধিবার মধ্যে বেয়াদবী ও পাহালওয়ানী করা দেখাইয়া থাকে ।

ইমাম আবু হানীফার প্রথম সারির শিষ্য ইমাম মোহাম্মাদ তাহার আসার এর মধ্যে হজরত ইবরাহীম নাখয়ী থেকে বর্ননা করিয়াছেন যে , হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নাভির নিচে হাত বাঁধিতেন। আমিরুল মোমেনীন হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন— সুন্নাত হইল নাভির নিচে হাতের উপর হাত রাখিয়া দেওয়া । (আবু দউদ)

অষ্টম প্রশ্ন — বিতিরের নামাজ কত রাকয়াত ? আহলে হাদীস বা গায়ের মুকাল্লিদ সম্প্রদায় বলিতেছে বিতির এক রাকয়াত । হানাফী মজহাবের দলীল কি রহিয়াছে তাহা প্রদান করিলে ভাল হয় ।

উত্তর — বিতির তিন রাকায়াত । ইহাই হইল ইমাম আবু হানীফার অভিমত ও হাদীস ভিত্তিক । যেমন ইমাম আবু হানীফা হজরত হাম্মাদের নিকট থেকে , তিনি ইবরাহীমের নিকট থেকে , আসওয়াদের নিকট থেকে , তিনি হজরত আয়শা রাদী আল্লাহু আনহার নিকট থেকে বর্ননা করিয়াছেন , হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বিতিরের নামাজ তিন রাকায়াত আদায় করিতেন । প্রথম রাকয়াতে পাঠ করিতেন - সাব্বি হিসমা রাব্বিকাল আলা , দ্বিতীয় রাকয়াতে - কুল ইয়া আইউহাল কাফেরুন ও তৃতীয় রাকয়াতে- ক্বুল হুয়াল্লাহু আহাদ । (মোসনাদে ইমাম আজম)

নবম প্রশ্ন — জানাযার নামাজ কয় তাকবীরে আদায় করিতে হইবে ? আমরা এতদিন চার তাকবীরে আদায় করিয়া আসিতেছি। এখন ওহাবীরা বেশি তাকবীরের কথা শোনাইতেছে।

উত্তর — জানাযার নামাজ চার তাকবীরে আদায় করিতে হইবে । ইহাই হইল হাদীস সম্মত । যেমন ইমাম আবু হানীফা হজরত হাম্মাদের নিকট থেকে , তিনি ইবরাহীমের নিকট থেকে, তিনি একাধিক বর্ননাকারীর কাছ থেকে বর্ননা

pdf By Syed Mostafa Sakib

করিয়াছেন যে , হজরত উমার ইবনো খাত্তাব রাদী আল্লাহু আনহু হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সাহাবাগনকে সমবেত করিয়া জানাযার তাকবীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতঃ বলিয়াছেন — আপনারা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের শেষ জানাযার সম্পর্কে চিন্তা করিয়া দেখিবেন যে , তিনি কয় তাকবীর দিয়া ছিলেন ! তাহারা সবাই বলিয়াছেন যে , তিনি শেষ জীবন পর্যন্ত চার তাকবীর দিয়াছেন । অতঃপর হজরত উমার ফারুক ঘোষনা করিয়াছেন যে , তোমরা জানাযার নামাজে চার তাকবীর দাও । (মোসনাদে ইমাম আযম)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আমার হানাফী ভাইগন ! আপনারা নিজেদের মাযহাবের উপর অটল থাকুন । কখনোই ওহাবী-আহলে হাদীসের কথায় কর্ণপাত করিবেন না । কারণ , এই অভিশপ্ত ওহাবী সম্প্রদায় হইল ইমাম আবু হানীফা ও হানাফী মাযহাবের মহা শত্রু। ইহাদের একটি শয়তানী প্রচার হইল যে , হানাফীরা হাদীস না মানিয়া ইমাম আবু হানীফার কথা মত চলিয়া থাকে। এই জন্য এ অধ্যায়ে প্রতিটি মসলার স্বপক্ষে কেবল একটি করিয়া হাদীস নমুনা স্বরূপ দেখইয়াছি। অন্যথায় প্রতিটি মসলার পিছনে ডজনাধিক করিয়া হাদীস রহিয়াছে । আল হামদু লিল্লাহ!

আমার লেখা হাদীসের আলোকে নামাজ শিক্ষা দেখিলে আপনি অবশ্যই সুবহানাল্লাহ ! সুবহানাল্লাহ ! বলিতে বাধ্য হইয়া যাইবেন । আমি আমার তৃতীয় নামাজ শিক্ষার মধ্যে নামাজ আধ্যায়ে প্রতিটি মসলার স্বপক্ষে কম করিয়া না হইলে দশটি হাদীস এবং কোন কোন মসলার পিছনে পঞ্চাশ-ষাটটি করিয়া হাদীস প্রদান করিয়াছি । হায় , আফসোস ! বর্তমানে হানাফী ঘরের শত শত ডাক্তার , মাষ্টার নিজের মাযহাবে খবর না নিয়া ওহাবী শয়তানদের শিষ্যত্ব গ্রহন করতঃ গোমরাহ হইয়া গিয়াছে । আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে বুঝিবার বোধ দিয়া থাকেন — আমীন ।

~~প্রশ্নোত্তরে চতুর্থ পূর্ব~~

ওহাবীদের আক্বীদাহ প্রসঙ্গে

ওহাবী সম্প্রদায় হইল ইসলামের মধ্যে একটি যঘন্য সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের যঘন্য কার্যকলাপে ইসলামের ইতিহাস কলংক হইয়া গিয়াছে। ইহাদের বর্বরতায় ধ্বংস হইয়াছে ইসলামের হাজার হাজার ঐতিহ্যবাহী স্মৃতি সৌধ সমূহ! সেই সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার মুসলমানের ইসলামী আক্বীদাহ-চিন্তা ধারা বিকৃত হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে এই সম্প্রদায় ভিন্ন নামে ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। যথা- আহলে হাদীস, সালাফী, মোহাম্মাদী, নদবী, দেওবন্দী তাবলিগী ও জামায়াতে ইসলামী ইত্যাদি। এখন ওহাবীদের কিছু যঘন্য আক্বীদার কথা প্রশ্নোত্তরে প্রকাশ করা হইতেছে।

প্রশ্ন নং- (১) ওহাবী ধর্মে হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কি নুর ও নূরী ছিলেন না ?

উত্তর ঃ- হ্যাঁ, ইহাই হইল ওহাবী ধর্ম যে, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম নূর ও নূরী ছিলেন না।

জৈনক ওহাবী আব্দুল জাব্বার মাদ্রাজী 'তাওহীদে ইলাহীয়া' কিতাবের ২৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন- ইনসান হইল মাটির। হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ইনসান ছিলেন। অতএব তিনিও হইলেন মাটির। উক্ত কিতাবের ৩১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন- বর্ণিত ধারনায় (অর্থাৎ হুজূর পাককে নূর মানিলে) সমস্ত মাখলূক খোদা হইয়া যাইবে।

হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ইনসান হইয়াও নূর ইহা হইল আল্লাহ ও রসূলের কথা এবং ইহা হইল সমস্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের ঈমান। কিন্তু ওহাবী সম্প্রদায়ের ধারনা সম্পূর্ণ সতন্ত্র-লা হাউলা অলা কূওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

প্রশ্ন নং- (২) হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের রওজা সম্পর্কে ওহাবী সম্প্রদায়ের ধারনা কি?

উত্তর ঃ- ওহাবী সম্প্রদায়ের ধারনায় হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পবিত্র রওজা শরীফের কাছে দাঁড়াইয়া দুয়া করা নাজায়েজ ও বিদয়াত ইত্যাদি। যেমন 'মাসায়েলে

pdf By Syed Mostafa Sakib

হজ্জ নামক কিতাবের ৪৫ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে - খাস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের কবর শরীফে দুয়া করা বিদয়াত । প্রকাশ থাকে যে , এই কিতাবখানা নজদের বাদশা সৌদ ইবনো আব্দুল আজীজের নির্দেশ মত ছাপা ও বিনা পয়সায় বিতরণ হইয়াছে।

অনুরূপ 'তোহফায়ে ওহাবীয়া অনুবাদ আল হাদিয়াতুস সুনাইয়া' নামক কিতাবে ১৪ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে - আমার নিকটে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর কবরের কাছে দাঁড়াইয়া দুয়া করা জায়েজ নয় ।

কুরয়ান পাকে সুরাহ নিসা - ১৭ নং আয়াত পাক থেকে পরিস্কার প্রমান হইয়া থাকে যে , হুজুর সাল্লাল্লা আলাইহি অ সাল্লামের রওযা পাকে হাজির হইয়া দুয়া করিলে আল্লাহ তায়ালা গুনাহ মাপ করিয়া থাকেন । সমস্ত মুসলিম সম্প্রদায় আম খাস নির্বিশেষে আল্লাহর রসুলের দরবারে হাজির হইতে পারিলে অবশ্যই দুয়া করিয়া থাকেন । কিন্তু ওহাবীদের দ্বারায় হাজার হাজার মানুষ নাজায়েজ ও বিদয়াত হইবার ভয়ে নবীপাকের দরবারে দুয়া করা থেকে মাহরূম হইয়া গিয়াছে - আল্লাহ পাক সুন্নী মুসলমানদিগকে যথাস্থানে দাড়াইয়া থাকিবার তাওফীক দান করিয়া থাকেন ।

<u>তৃতীয় প্রশ্ন</u> — হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের রওযা পাক সম্পর্কে ওহাবীদের ধারনা কি ?

উত্তর — ওহাবীদের ধরনায় হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের রওযা পাক ধূলিষাৎ করিয়া দেওয়া উচিত। যেমন 'ফাসলুল খিতাব ফী দালালাতে ইবনে আব্দুল ওহহাব' এর মধ্যে আল্লামা আহমাদ ইবনো আলী বাসারী লিখিয়াছেন - নিশ্চয় ইবনো আব্দুল ওহহাবের নোংরামির মধ্যে ইহাও একটি যে , সে বলিয়াছে - যদি আমি হুজুরের রওযায়ে আকদাস এর উপর অধিকার পাইয়া থাকি , তাহাহইলে আমি এই রওযাকে ভাঙিয়া দিব । (সংগৃহিত ওহাবী আয়না ২৩ পৃষ্ঠা) লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ !

আমার সুন্নী ভাইগন ! একবার লক্ষ দেখুন, ওহাবীদের কি শয়তানী প্লান । কোন মুসলমানের দেহে যদি একবিন্দু ঈমানী রক্ত থাকে , তবে কি তিনি এই ওহাবী সম্প্রদায়কে মনে প্রানে মানিয়া নিতে পারিবেন ? কখনোই না । কিন্তু দুঃখের বিষয় যে , ওহাবীদের ভ্রষ্টতা সম্পর্কে অবগত না থাকিবার কারনে শত শত সুন্নী মুসলমান তাহাদের চক্রান্তে পড়িয়া গিয়াছেন ।

<u>চতুর্থ প্রশ্ন</u> — হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সম্পর্কে ওহাবীদের ধারনা কিরূপ ?

উত্তর — "আস্তাগ ফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি জাম্বিউ অ আতুবু ইলাইহি" । এই প্রশ্নের জবাব শুনিলে নিশ্চয় আপনার ঈমান কাঁপিয়া যাইবে , অবশ্য যদি আপনার সীনাতে সত্যিকারের ঈমান থাকে । ওহাবীদের কথা হইল যে , আ মাদের হাতের লাঠি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম অপেক্ষা বেশি উপকারী । আমরা লাঠি দ্বারা কুকুর তাড়াইতে পারি কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দ্বারা তাহাও সম্ভব নয় । (আশ শিহাবুস সাকিব ৫৭ পৃষ্ঠা)

হাজার বার 'লা হউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' । মুসলমান ! অপনার ঈমান কি ওহাবীদের এই কথা সমর্থন করিতে পারিবে ? না আমার উদ্ধতির উপরের আপনার অবিশ্বাস রহিয়াছে? যদি আমার উদ্ধৃতির প্রতি কাহারো কোন সন্দেহ থাকে , তাহা হইলে যাঁচাই করুন । আর যদি সন্দেহ না থাকে , তাহা হইলে যাহারা এই ধরনের কথা বলিয়া থাকে , তাহাদের কি মুসলমান বলিবেন ?

<u>পঞ্চম প্রশ্ন</u> — দেওবন্দী বা তাবলিগী জামায়াতের লোকেরা ওহাবী ? ইহাদের সহিত সুন্নী মুসলমানগন কেমন ব্যবহার করিবেন ?

উত্তর — বর্তমানে সৌদী সরকার হইল ওহাবী । আর এই ওহাবীদের ভারতীয় এজেন্ট হইল - তাবলিগী জামায়াত , জামায়াতে ইসলামী , আহলে হাদীস , নদবী ও দেওবন্দী । ইহারা প্রত্যেকেই ওহাবী এবং ইহারা সাধারণ মানুষকে ওহাবী মুখি করিবার কাজে ব্যস্ত রহিয়াছে । ইহারা কেবল সৌদীর ওহাবীদের প্রসংশা করিয়া থাকেনা , বরং নিজেরা নিজদিগকে গৌরবের সহিত ওহাবী বলিয়া প্রচার করিতেছে । যেমন দেওবন্দী ও তাবলিগী জামায়াতের বড় বড় মুবাল্লিগ নিজদিগকে ওহাবী বলিয়াছেন । মাওলানা মনজুর নো'মানি বলিয়াছেন – আমি আমার সম্পর্কে পরিস্কার বলিতেছি যে , আমি বড় কঠিন ওহাবী । (সাওয়ানেহ ইউসুফ ১৯১ পৃষ্ঠা) ইহার জবাবে মওলানা জাকারিয়া সাহেব বলিয়াছেন - মৌলুবী সহেব ! আমি নিজেই তোমার থেকে বড় ওহাবী । (সাওয়ানেহ ইউসুফ ১৯৩ পৃষ্ঠা)

জামায়াতের বড় বড় কর্মকর্তাগন যদি নিজদিগকে ওহাবী বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন , তাহলে জামায়াতের প্রতি কি ধারনা করা যাইতে পারে ! ইহুদীরা হজরত যাকারিয়া ও হজরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামকে শহীদ করিয়াছে , ইহার সাক্ষী হইল কুরয়ান । বর্তমানে ইহুদীরা যদিও নবীগনের হত্যাকারী নয় কিন্তু ইসলাম দুশমনীতে ইহাদের ভুমিকা কিছু কম নাই । ইহুদীদের থেকে সাবধানতা অবলম্বন করা যেমন জরুরি , তদোপেক্ষা বহুগুনে বেশি জরুরী হইল ওহাবীদের থেকে সাবধান থাকা ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কারন , ইহুদীরা হইল দুরের দুশমন , আর ওহাবীরা হইল ঘরের দুশমন। ইহুদী সন্ত্রাসে সমস্ত বিশ্ব কম্পিত । অনুরূপ ওহাবী সন্ত্রাসে সমস্ত মুসলিম সমাজ সন্ত্রস্ত । অবশ্য সাধারণ থেকে সাধারণ মানুষ , যাহারা এই ওহাবী জামায়াতগুলির সহিত সম্পর্ক রাখিয়া চলিতেছে , তাহাদের অধিকাংশই কেবল জামায়াতের প্রভাবে পড়িয়া রহিয়াছে ।ইহারা জামায়াতের আসল উদ্দেশ্য না বুঝিয়া থাকে , না জানিয়া থাকে ।ইহাদিগকে খুব ভালবাবে ওহাবীদের কুফরী ধারনাগুলি জানাইবার প্রয়োজন রহিয়াছে। জানিবার পরে যদি যথাস্থানে দাঁড়াইয়া থাকে , তাহা হইলে ইহাদিগকে ওহাবীদের পর্যায় ধরিয়া নিয়া সাবধান থাকিতে হইবে ।

প্রশ্নোত্তরে প্রথম পর্ব

বিভিন্ন প্রসঙ্গ প্রশ্নোত্তর (৪)

<u>প্রথম প্রশ্ন</u> — 'মুজাদ্দিদ' কাহাকে বলা হইয়া থাকে ? বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে কেহ কি মুজাদ্দিদ হইয়াছেন ?

উত্তর — দ্বীন ইসলামের সংস্কারককে মুজাদ্দিদ বলা হইয়া থাকে । হাদীস পাকে বর্নিত হইয়াছে , প্রত্যেক শতাব্দির শিরোভাগে আল্লাহ তায়ালা একজন মনোনিত বান্দাকে প্রেরন করিয়া থাকেন , যিনি দ্বীনকে নতুন ভাবে সাজাইয়া থাকেন ।সুতারাং মুজাদ্দিদ হওয়া সহজ কথা নয় ।ইসলামের ইতিহাসে মুজাদ্দিদের সংখ্যা অতি অল্প ।কারণ , একশত বৎসর পরে একজন মুজাদ্দিদ হইয়া থাকেন ।এপর্যন্ত উলামায়ে ইসলাম মুজাদ্দিদের যে তালিকা প্রদান করিয়াছেন তাহাতে কোন বাঙ্গালীর নাম নাই ।বর্তমানে বহু মানুষ 'মুজাদ্দিদ' শব্দটি বাজারী করিয়া ফেলিয়াছে । যে যাহাকে ইচ্ছা সে তাহাকে মুজাদ্দিদ বলিয়া প্রচার শুরু করিয়া দিয়াছে । ইহা হইল এক মহামারির নামান্তর ।

<u>দ্বিতীয় প্রশ্ন</u> — বহু মানুষ বলিতেছে যে , তাবলিগী জামায়াত না থাকিলে দুনিয়াতে নামাজী থাকিত না , এইরূপ কথা বাস্তবে কতদুর সত্য ?

উত্তর — লা হউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ ! ইহা হইল একটি শয়তানী কথা । তাবলিগী জামায়াত প্রায় একশত বৎসর থেকে কাজ করিতেছে , কিন্তু একটি জেলা নয় , একটি মহকুমা নয় , একটি থানা নয় , একটি ছোট এলাকা নয় , একটি ছোট গ্রামকে নামাজী বানাইতে পারে নাই । আমি চ্যালেন্জ করিয়া বলিতেছি , পশ্চিম বাংলায় একটি গ্রামকে তাহারা দেখাইতে পারিবেনা যে , সেই গ্রামের ছোট , বড় , বুড়ো ও আধ বুড়ো এবং তরুনী , যুবতী , বুড়ি ও আধবুড়ি সবাই তাবলিগী জামায়াতের মেহনতে নামাজি হইয়া গিয়াছে । গ্রামে বেনামাজি বলিয়া কেহ নাই । যে সমস্ত গ্রামে তাবলিগী জামায়াতের মারকাজ রহিয়াছে সেই সমস্ত গ্রামে যাঁচাই করিয়া দেখিলে অপনি অবশ্যই দেখিতে পাইবেন যে , আপনার গ্রাম অপেক্ষা ঐ গ্রামগুলি নোংরামিতে কোন অংশে কম নাই ।এই জামায়াতের আসল উদ্দেশ্য মানুষকে নামাজী বানানো নয় ,বরং নামাজের কথা বলিয়া ওহাবী মতবাদ প্রচার করা ও সুন্নী মতবাদকে খতম করিয়া দেওয়া ।আমার এই কথার বাস্তবতা লক্ষ্য করিয়া দেখুন - যে জামায়াতের মাধ্যমে পশ্চিম বাংলায় একটি ছোট গ্রাম নামাজী হয় নাই , কিন্তু শত শত গ্রামের মানুষ এই জামায়াতের প্ররচনায় পড়িয়া মীলাদ , কিয়াম , উরুস , ফাতিহা ও কবর যিয়ারত ইত্যাদি কাজগুলি ত্যাগ করিয়া দিয়াছে ।ইহাদের কাছ থেকে কথায় কথায় সুন্নীদের কাজকে শির্ক ও বিদয়াত বলিবার অভ্যাস করিয়া নিয়াছে । কেবল তাই নয় , আউলিয়া ও আম্বিয়ায় কিরাম দিগের প্রতি বদ অক্কীদাহ হইয়া গিয়াছে ।এইবার চিন্তা করিয়া দেখুন , এই জামায়াতের মাধ্যমে মানুষ কি মানুষ হইতেছে , না মানুষ আসলে অমানুষ হইয়া যাইতেছে ? এইবার বলুন , এই জামায়াতের আসল উদ্দেশ্য কি মানুষকে নামাজী বানানো, না ওহাবী বানানো ? এই জামায়াতের চক্রান্ত জানিতে হইলে আমার লেখা বই পাঠ করিবেন 'তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য'(ছাপা) ও 'তাবলিগী জামায়াতের অবদান ' (অল্প দিনের মধ্যে পাইবেন) ।

<u>তৃতীয় প্রশ্ন</u> — বর্তমান সৌদী সরকার সুন্নী , না ওহাবী ? ইহাদের গতিবিধি সম্পর্কে জানিতে চাহিতেছি ।

উত্তর — বর্তমান সৌদী সরকার হইল ওহাবী সরকার ।ইহারা আহলে সুন্নাত - চার মাযহাবের মহাশত্রু ।ইহারা বিশ্ব মুসলমানকে ওহাবী বানাইবার প্রচেষ্টায় রহিয়াছে ।এই উদ্দেশ্যে তাহারা কোটি কোটি রিয়াল ব্যয় করিয়া চলিয়াছে । পাক ভারত উপমহাদেশের সুন্নী মুসলমানদিগকে তাহারা কবর পূজক - মুশরিক মনে করিয়া থাকে ।এই কারনে সৌদী সরকার বিশেষ ভাবে ভারত ও পাকিস্তানের দিকে লক্ষ্য করিয়া এখানকার কয়েকটি জামায়াতকে তাহারা এজেন্ট বহাল করিয়াছে ।যেমন - আহলে হাদীস , জামায়াতে ইসলামি ও তাবলিগী জামায়াত ইত্যাদি ।এই জামায়াতগুলির হাতে রহিয়াছে সৌদী সরকারের অঢেল পয়সা ।এই পয়সায় গড়িয়া উঠিতেছে আমাদের দেশেদেওবন্দী ও আহলে হাদীসদের মাধ্যমে শত শত মসজিদ ও মাদ্রাসা । সেই সঙ্গে সঙ্গে

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাবলিগী জামায়াতের মাধ্যমে করা হইতেছে বড় বড় ইজতেমা । সাধারন মানুষ ওহাবীদের বদ আকীদা সম্পর্কে অবগত না থাকিবার কারণে তাহাদের শিকার হইয়া যাইতেছে । সুন্নী মুসলমান ! সৌদী সরকারের পতনের জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে দুয়া করিতে থাকুন যে , সেখানে যেন অবিলম্বে রাজতন্ত্র খতম হইয়া গনতন্ত্র কায়েম হইয়া যায় ।

<u>চতুর্থ প্রশ্ন</u> — জাকির নায়েক নামের লোকটি কোন মাযহাবের মানুষ ?

উত্তর — এ পর্যন্ত জাকির নায়েক সম্পর্কে যতটুকু অবগত হইয়াছি , তাহাতে স্পষ্ট যে , জাকির নায়েক প্রথমতঃ ওহাবী - তথা কথিত আহলে হাদীস সম্পদায়ের মানুষ । তিনি না কোন মাযহাব মানিয়া থাকেন , না তাসাউফের কোন তরীকাকে বিশ্বাস করিয়া থাকেন । আউলিয়া ও আম্বীয়ায় কিরামদিগের প্রতি তাহার চরম অবজ্ঞা-ভাব রহিয়াছে । এমন কি তিনি তাহার এক বক্তব্যে বলিয়াছেন - বর্তমানে আমাদের জন্য মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকেও মানা হারাম -- নাউজু বিল্লাহ , নাউজু বিল্লাহ! লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ ! তাহার এই ঘৃন্য উক্তির কারণে উলামায়ে আহলে সুন্নাত তাহাকে গোমরাহ- কাফের বলিয়া ফতওয়া দিয়াছেন । সৌদী সরকারের রিয়ালখোর এজেন্ট গোমরাহ জাকির নায়েক টেলিভিশনের পরদায় মুসলমানদের গোমরাহ করিতেছেন । তাহার বক্তব্য শোনা (পীস টিভি ও সিডির মাধ্যমে) ও তাহার বই পুস্তক পাঠ করা হারাম । ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখুন , তাহার বই পুস্তক প্রচারের পিছনে বেশি উদ্যোগী ওহাবী - আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের মানুষ ও কলিকাতার কিছু ব্যবসিক বই বিক্রেতা ।

<u>পঞ্চম প্রশ্ন</u> — অনেকে বলিতেছে যে , ইমাম আহমাদ রেজা খান বৃটিস সরকারের দালালী করিয়া বৃটিস রাজত্বকে দরুল ইসলাম বলিয়া ঘোষনা করিয়া ছিলেন । ইহা কতদুর সত্য ?

উত্তর — এক শতবার 'লা হউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' ! ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবী আলাইহির রহমাতু অর রিদওয়ান ছিলেন জামানার জগত বিখ্যাত মুজাদ্দিদ , মুহাদ্দিস , মুফাসসির , মুফতী এবং মা'রেফাতের শায়খুল মাশায়েখ । তাহার সম্পর্কে যাহারা 'দালালী' বা 'দালাল' শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে তাহারা নিশ্চয় ইহুদী অথবা ওহাবী। সুতরাং ইহুদী অথবা ওহাবীদের কথায় কর্নপাত করা সুন্নী মুসলমানদের জন্য আদৌ উচিত হইবে না ।

কোন দেশ 'দারুল ইসলাম' অথবা 'দারুল হরব' হওয়া না হওয়া ইসলামের একটি বিশেষ অধ্যায় । ফিকাহ শাস্ত্রের মধ্যে ইহা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছেন । সুতরাং তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা নিশ্চয় কুরয়ান , হাদীস ও ইল্মে ফিকহার আলোকে । তিনি জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোন দিন শরীয়ত বিরোধী সুতা সমান কথা বলেন নাই । তিনি জীবনে কোন দিন না দুনিয়ার খাতিরে কথা বলিয়াছেন , না কোন দুনিয়াদারের খাতির করিয়া কথা বলিয়াছেন । এক কথায় তাঁহার কলম ছিল শরীয়তের জবান । তিনি ভারত সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন তাহা আজো সবার সামনে বিদ্যমান । একবার পাঠ করিয়া দেখুন তাহার লেখা - ' ই'লামুল আলাম বিয়ান্নাল হিন্দা দারুল ইসলাম' । কিতাবখানা পাঠ করিলে নিশ্চয় নতুন হইয়া যাইবে তাঁহার সম্পর্কে আপনার ঈমান । আজ যদি ভারতে কোন মুসলমানের থাকিবার অধিকার থাকে , তবে তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে ইমাম আহমাদ রেজা খানের অবদান । কারণ , যখন শরীয়তের আলোকে কোন দেশ 'দারুল হরব' বলিয়া প্রমান হইয়া যাইবে , তখন সেই দেশে মুসলমানদের বসাবস করা হারাম হইবে । যাহাদের মধ্যে এই বোধটুকু নাই , জানিতে হইবে তাহারা শরীয়ত সম্পর্কে নাদানের নাদান।

যে দেশে আজান নাই , নামাজ নাই , শরীয়তের কোন সংবিধান চালু নাই ও আশে পাশে কোন মুসলিম দেশ নাই ইত্যাদি ! এইরূপ দেশকে বলা হইয়া থাকে 'দারুল হরব' বা কাফেরের দেশ । যেহেতু কাফেরদের এইরূপ দেশে মুসলমানদের ইসলামের উপর চলিবার অধিকার থাকেনা । এই কারনে দারুল হরব থেকে হিজরত করিয়া কোন মুসলিম দেশে চলিয়া যাওয়া ফরজ । আজ তো ভারত ভারতই রহিয়াছে । কেবল শাসক পরিবর্তন হইয়াছে কিন্তু শাসন ব্যবস্থা একই রহিয়াছে । যাহারা ভারতকে 'দারুল হরব' বলিয়া থাকে , আবার এখানে বসবাসও করিয়া থাকে , তাহারা নিশ্চয় নামধারী মুসলমান অথবা মানবরুপী শয়তান । আল হামদু লিল্লাহ ! আমরা সুন্নী মুসলমান , ভারতকে সব সময়ে মনে করিয়া থাকি 'দারুল ইসলাম' । সুতরাং এখানে আমরা আমাদের অধিকারে রহিয়াছি । ভা রতকে 'দারুল ইসলাম' বলা যদি ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর অপরাধ হইয়া থাকে , তাহা হইলে ওহাবী , দেওবন্দী , জামায়াতে ইসলামি , তাবলিগী জামায়াত ও আহলে হাদীসের অভিমত কি ? যদি 'দারুল ইসলাম' বলিয়া থাকে , তাহা হইলে ইমাম আহমাদ রেজাকে দালাল বলা হইবে বেইমানী, আর যদি 'দারুল হরব'(কাফেরের দেশ) বলিয়া থাকে , তাহা হইলে এখানে বসাবাস করা হইবে শয়তানী ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ষষ্ঠ প্রশ্ন — কিছু ইমাম আসলেই ওহাবী , দেওবন্দী , তাবলিগী জামায়াতের লোক । কিন্তু সুন্নী মহাল্লায় সুন্নী সাজিয়া মিলাদ , কিয়াম করিয়া থাকে । ফলে সাধারণ মানুষ ইহাদের আসল চরিত্র ধরিতে না পারিবার কারনে ইহাদের পশ্চাতে নামাজ পড়িয়া থাকে । এইরূপ অবস্থায় সুন্নীদের করনীয় কি ?

উত্তর — ঈমানদারের নামাজ হইল অতি মুল্যবান । এই সম্পদ সব সময়ে শয়তানদের থেকে হিফাজত করা হইল জরুরী । যদি কোন ইমামের প্রতি সন্দেহ হইয়া থাকে , তাহা হইলে ইতস্ততঃ করিবার কিছুই নাই । ইমাম সাহেবকে প্রশ্ন করিবেন যে, আশরাফ আলী থানবী তথা দেওবন্দী আলেমদের উপরে উলামায়ে ইসলাম কি ফতওয়া দিয়াছেন এবং সেই ফতওয়ার পিছনে কি কারন রহিয়াছে ? ইমাম সাহেব যদি মীলাদ , কিয়াম করিয়া থাকে , তাহা হইলে তাহার কাছে কুরয়ান ও হাদীস থেকে মীলাদ ও কিয়ামের স্বপক্ষে দলীল চাহিবেন । ইনশা আল্লাহ , এই দুটি প্রশ্নের উপরে জোর দিয়া লিখিত উত্তর চাহিলে ইমাম সাহেব রাতারাতি বিদায় লইবে । সকালে শয়তানের মুখ দেখিতে হইবেনা । এইরূপ শয়তানের পিছনে যত নামাজ পড়িয়াছেন সেগুলির কাজা আদায় করিয়া দেওয়া জরুরী ।

সপ্তম প্রশ্ন — বর্তমানে মহিলাদের তাবলিগী জামায়াত বাহির হইয়াছে । তাহারা সুন্নীদের মহাল্লায় চলিয়া অসিতেছে । এখন আমাদের করনীয় কি ?

উত্তর — হ্যাঁ , ওহাবী-দেওবন্দীরা মহিলাদের জামায়াত বাহির করিয়া দিয়াছে । সুন্নী মহিলাদের গোমরাহ করাই হইল এই জামায়াতের কাজ । এখন আপনারা প্রতিটি মহাল্লায় সম্ভব না হইলে , প্রতিটি গ্রামে মহিলাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিন । অন্যথায় দেওবন্দীদের মহিলা জামায়াত আপনাদের মহিলাদের মাধ্যমে আপনাদের গোমরাহ করিয়া দিবে ।

প্রথমে গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিগন নিজেদের মধ্যে মিটিং করিয়া নিবেন । অতঃপর গ্রামের একটি নিরাপদ স্থানে সপ্তায় একদিন, সম্ভব না হইলে পনেরো দিনের মাথায় একদিন , ইহা সম্ভব না হইলে মাসে অবশ্যই একদিন মহিলাদের একত্রিত হইবার জন্য জানাইয়া দিন । ইতিপুর্বে দুই একজন মহিলা মাষ্টার নির্বাচন করিয়া নিবেন এবং তাহাকে 'ফায়যানে সুন্নাত' নামক বাংলা বইখানা মহিলাদের সামনে পাঠ করিয়া শোনাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন । সুন্নী মহিলা মাষ্টারের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে কয়েকটি বিষয় জানিয়া নেওয়া জরুরী - (ক) নিজে নিয়মিত নামাজ পড়িবে (খ) নিজেকে পুরাপুরি পরদার মধ্যে রাখা সম্ভব না হলে যথা সম্ভব চেষ্টা করিবে (গ) কিতাবখানা খুলিবার পুর্বে তিন বার দরুদ শরীফ পাঠ করিয়া নিবে (ঘ) কিতাব পড়িবার সময়ে যখন আমাদের প্রিয় পয়গম্বরের নাম আসিয়া যাইবে তখন সবাই মৃদু আওয়াজে বলিবে - সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এবং দুই বৃদ্ধাঙ্গুলে চুম্বন দিয়া চক্ষুতে বুলাইবে । সভার শেষে দরুদ সালাম পাঠ করতঃ দোওয়া করিয়া দিবে।

প্রশ্নোত্তরে ষষ্ট পর্ব

আহলে হাদীস সম্প্রদায়

প্রথম প্রশ্ন — আহলে হাদীস কাহাদের বলা হইয়া থাকে ?

উত্তর — 'আহলে হাদীস' বা 'আসহাবুল হাদীস' সেই সমস্ত বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের বলা হইয়া থাকে , যাহারা ইল্মে হাদীস বা হাদীস শাস্ত্রের উপর পুর্ন দখল রাখিয়া থাকেন । এক কথায় যাহারা ইল্মে হাদীসের উপরে অগাধ পান্ডিত্ব রাখিয়া থাকেন এবং সেই সঙ্গে শত শত নয় , বরং হাজার হাজার হাদীস কণ্ঠস্থ রাখিয়া থাকেন , তাহারাই হইলেন আহলে হাদীস । যেমন ইমাম বোখারী , ইমাম মোসলেম ও ইমাম তিরমিজী প্রমুখ মহান ব্যক্তিগন ।

দ্বিতীয় প্রশ্ন — আমাদের দেশে যাহারা আহলে হাদীস বলিয়া দাবী করিয়া থাকে , ইহারা কাহারা ?

উত্তর — আমাদের দেশে যাহারা নিজদিগকে আহলে হাদীস বলিয়া থাকে , ইহারা হইল অভিশপ্ত ওহাবী সম্প্রদায় । আরবের অভিশপ্ত নজদ (রীয়াজ) প্রদেশ থেকে প্রকাশ হইয়াছে এই অভিশপ্ত সম্প্রদায় । অখণ্ড ভারতের মতো হানাফী প্রধান দেশে সর্ব প্রথম ওহাবী মতবাদ আরব থেকে আমদানী করিয়া ছিলেন সাইয়েদ আহমাদ রায় বেরলবী '। এই বর্বর সম্প্রদায় নিজেদের বর্বরীয়াতের কলংক ঢাঁকিবার জন্য বৃটিশ সরকারের কাছে দরখাস্ত করতঃ নিজেদের নাম আহলে হাদীস করিয়া নিয়াছে । অন্যথায় ইহারা আহলে হাদীস হইবে কেন ! 'আহলে হাদীস' এর অর্থ হইল হাদীস ওয়ালা বা হাদীসের মালিক । যাহারা হাজার হাজার হাদীস নিজেদের স্মৃতি ভাণ্ডারে সংগ্রহ রাখিয়া ছিলেন তাহাদিগকে জগত 'আহলে হাদীস' বলিয়া লকব

pdf By Syed Mostafa Sakib

দিয়াছে । চাঁদে আর পাঁদে সমান করিয়া দিলে সবাই মানিয়া নিবে ! বর্তমানে যাহারা নিজদিগকে আহলে হাদীস বলিয়া দাবী করিতেছে তাহাদের তো পেশাব পায়খানা করিবার জ্ঞান নাই , আবার আহলে হাদীস ! 'লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' । শয়তানের শিষ্যরা না এক হাজার হাদীস , না একশত হাদীস , না দশটি পাঁচটি হাদীস , না একটি হাদীস সনদ সহ মুখস্থ বলিবার ক্ষমতা রাখিয়া থাকে , অথচ নিজদিগকে আহলে হাদীস বলিয়া চিৎকার করিতেছে । 'লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' ! ইমাম বোখারী থেকে আরম্ভ করিয়া যে সমস্ত মুহাদ্দিসগন দুনিয়াতে আহলে হাদীস বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন তাহারা কি কাহার লেখা নামাজ শিক্ষা দেখিয়া নামাজ পড়া শিখিয়া ছিলেন ? বর্তমানে যাহারা আহলে হাদীস বলিয়া দাবী করিতেছে তাহারাতো আইনুল বারীর লেখা নামাজ শিক্ষা নিয়া গৌরব করিয়া থাকে ।ইহারা হইল আহলে হাদীস ? 'লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' ! জাহেলের জাহেল, আবার নিজেকে আহলে হাদীস বলিয়া দাবী ! শয়তানের শিষ্যদের কর্যকলাপে শয়তান কেবল হাঁসিতেছে না , বরং অট্ট হাঁসি হাঁসীতেছে ।

<u>তৃতীয় প্রশ্ন</u> — বর্তমানে তো আহলে হাদীসদের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে , এমন কি হানাফী ঘরের বহু শিক্ষিত মানুষ - ডাক্তার , মাষ্টার সাহেবরা পর্যন্ত আহলে হাদীস হইয়া যাইতেছে ।ইহারা কি নাবুঝ , না নাদান ?

উত্তর — আহলে হাদীসদের সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়িয়া যাইতেছে , একথা আমি একেবারে অস্বীকার করিতেছি না । কিছু সাধারন মানুষ বাস্তবে বেকাদায় পড়িয়া আহলে হাদীস হইয়া যাইতেছে । যেমন এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে তাহা হানাফী মাযহাবে তিন তালাক বলিয়া গন্য হইয়া যায় ।কিন্তু গোমরাহ আহলে হাদীসদের কাছে ইহা কিছুই নয় ।এইবার বলুন , এই নিরুপায় লোকটি কোন দিকে কদম উঠাইবে ? এখন বিবিকে বাঁচাইবার জন্য আহলে হাদীস ! বর্তমানে যাহারা আহলে হাদীস রহিয়াছে তাহাদের অধিকাংশের পূর্ব পুরুষেরা তিন তালাক দিয়া বিবিকে বাঁচাইবার জন্য আহলে হাদীস হইয়াছে , ভাল করিয়া খোঁজ নিয়া দেখিলে আমার কথার বাস্তবতা বুঝিতে পারিবেন ।সাধারণ মানুষের আহলে হাদীস হইয়া যাইবার পিছনে এই প্রকার আরো অনেক কারণ রহিয়ছে ।এইবার ডাক্তার ও মাষ্টার সাহেবদের আহলে হাদীস হইবার পিছনে মুল কারণ হইল যে , ইহারা নিজেদের অবসর সময়ে বাজারী বোখারীর বঙ্গানুবাদ দেখিয়া নিজেরা মুহাদ্দিস বনিয়া যাইতেছে ।ইহা হইল ইহাদের বড় দুর্ভাগ্য ।যদি এই সমস্ত ডাক্তর ও মাষ্টার নিজেরা মুহাদ্দিস , মুফাসসির না হইয়া কোন নির্ভরযোগ্য হানাফী আলেমের কাছে বসিয়া নিজের মাযহাবকে যাঁচাই করিবার চেষ্টা করিত , তাহা হইলে ইহাদের ভাগ্যে গোমরাহ হইবার সর্বনাশ নামিয়া আসিতো না । যেমন বাজার থেকে দুই , চার খানা চিকিৎসার বই ক্রয় করিয়া নিয়া ডাক্তার হওয়া যায় না, তেমন বাজার থেকে দুই , চার খানা হাদীসের কিতাব ক্রয় করিয়া নিয়া মাওলানা মৌলবী হওয়া যায় না ।ডাক্তার ও মাষ্টাররা এই বোধ হারাইয়া ফে লিয়াছে ।তাই তাহারা বোখারী ও মোসলেম এর মতো বড় বড় হাদীস গ্রন্থকে নামাজ শিক্ষা রুপে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে । 'লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' !

<u>চতুর্থ প্রশ্ন</u> — আহলে হাদীসরা বলিতেছে যে , কুরয়ান ও হাদীস থাকিতে আমরা আবু হানীফার কথা মানিতে যাইবো কেন? কুরয়ান ও হাদীসে তো সব কিছু রহিয়াছে ।

উত্তর —'কুরয়ান ও হাদীসে সব কিছু রহিয়াছে' ইহার অর্থ এই নয় যে, সরাসরি সব জিনিষ রহিয়াছে । বরং ইহার অর্থ হইল - সুত্র ধরিয়া খুঁজিলে সব কিছু পাওয়া যাইবে ।এইবার বলুন , সাধারণ মানুষের পক্ষে কুরয়ান ও হাদীস থেকে সব কিছু সংগ্রহ করা সম্ভব ? সমুদ্র থেকে মুক্তা তুলিয়া আনা সবার পক্ষে আদৌ সম্ভব নয় ।সরকারী ব্যবস্থাপনায় ডুবুরির পক্ষে সম্ভব ।কুরয়ান ও হাদীস হইল এক অতল সমুদ্র ।সাধারণ মানুষের পক্ষে এই মহা সমুদ্র থেকে মসলা - মুক্তাগুলি বাহির করা কখনই সম্ভব নয় ।ইমাম আবু হানীফা ছিলেন এই মহা সমুদ্রের অসাধারণ ডুবুরি ।তিনি কুরয়ান ও হাদীস সমুদ্র থেকে কিয়ামতের সকাল পর্যন্ত মুসলমানদের জন্য মসলা মাসায়েলের মার্কিট খুলিয়া দিয়াছেন ।ফলে কুরয়ান ও হাদীসের আলোকে জীবন যাপন করা আমাদের জন্য সহজ হইয়া গিয়াছে ।যে আহলে হাদীস এই ধরনের কথা বলিয়া থাকে যে , কুরয়ান ও হাদীস থাকিতে ইমাম আবু হানীফার কথা মানিতে যাইবো কেন ? সে নিশ্চয় একজন মানবরুপী শয়তান অথবা শয়তানের শিষ্য ।কারন , এই বদ্ বখতের কথায় প্রমান হইতেছে যে , ইমাম আবু হানীফা কুরয়ান ও হাদীসের বিপরীত কথা বলিতেন ।'ইমাম আবু হানীফার কথা মানিতে যাইব কেন ?'ইমাম বোখারী থেকে আরম্ভ করিয়া কোন মুহাদ্দিস এই কথা বলিবার সাহস পান নাই ।শয়তানের শিষ্যদের সাহস বলিহারী ! হাজারে একজন আহলে হাদীস নাই, যে কুরয়ান ও হাদীস থেকে নিজের প্রয়োজন মতো মসলা মাসায়েল বাহির করিয়া নিতে পারে ।তবে কিসের আহলে হাদীস ? শয়তানের শিষ্যরা 'আহলে কুরয়ান' না হইয়া 'আহলে হাদীস' হইয়াছে কেন ? শয়তানের শিষ্যরা নিজদিগকে 'আহলে হাদীস' বলিয়া ইসলামের মধ্যে অরো একটি দল বাড়াইয়া দিয়াছে ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পঞ্চম প্রশ্ন — এক আহলে হাদীস লেখক তাহার একটি ছোট পুস্তিকায় লিখিয়াছে - "ইহুদী খ্রীষ্টানদের সহযোগিতায় হিদায়া গ্রন্থ ব্যাপক ভাবে প্রচার করা হয়েছে"। হিদায়া গ্রন্থটি কেমন কিতাব ?

উত্তর — 'হিদায়া' কিতাবের লেখক ইমাম বুরহানুদ্দীন যুগের জগৎ বিখ্যাত আলেম ছিলেন । তিনি ইমাম অবু হানীফার প্রথম সারির শিষ্য - ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মাদের সম পর্যায় ছিলেন । এক কথায় , তাঁহার পর থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে তাঁহার সমতুল্য কোন আলেম পয়দা হইয়াছেন কিনা তাহা বলা মুশকিল । তিনি হিদায়া কিতাবখানা লিখিয়া হানাফী মাযহাবকে হিমালয় পর্বত অপেক্ষা মজবুত করিয়া দিয়াছেন। হানাফী মাযহাবের বুনিয়াদে এই ধরনের দ্বিতীয় কোন কিতাব নাই । এই কিতাবের মধ্যে প্রথমে অন্য ইমামগনের অভিমত ও তাহাদের সমস্ত প্রমানাদি প্রদান করিবার পর সেগুলিকে উক্তি ও যুক্তির মাধ্যমে খন্ডন করিবার পর ইমাম আবু হানীফার উক্তিকে সঠিক বলিয়া প্রমান করিয়া দিয়াছেন । এই কিতাব খানা পাঠ না করিলে হানাফী মাযহাবের মজবুতি সম্পর্কে কেহ উপলব্ধি করিতে পারিবেনা । বর্তমানে এই কিতাব খানা বড় বড় ফিকাহবিদ আলেমদের দ্বারায় দুনিয়ার সমস্ত বড় বড় মাদ্রাসায় পড়ানো হইয়া থাকে । কেবল তাই নয় , কোর্ট কাছারিতে 'হিদায়ার' উদ্ধৃতি হইল অকাট্ট । এই কিতাবখানা ইহুদী ও খৃষ্টানদের দ্বারায় প্রচারিত হইয়াছে বলা একমাত্র তাহারই পক্ষে সম্ভব যাহার জন্মে গলদ্ রহিয়াছে অথবা সে নিশ্চয় কোন ইহুদী অথবা খৃষ্টান জন্মের ছেলে অথবা নিশ্চয় কোন ওহাবী শয়তান। খুবই সম্ভব , এই বেঈমান বেদ্বীন পরের মুখে ঝাল খাইয়া এইরূপ কথা বলিয়াছে । 'হিদায়া' কিতাব পড়িবার সৌভাগ্য হয় নাই । অন্যথায় এই ধরনের কথা কোন দিন কলমে আনিতে পারিতোনা। শয়তানের শিষ্যের মুখে এক থাবড়া থুতু ।

ষষ্ঠ প্রশ্ন — আহলে হাদীসরা হানাফীদের ফিকহের কথা শুনিলে খুব বিরোক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে । তাহাদের কথা হইল - কুরয়ান ও হাদীস থাকিতে ফিকাহ মানিতে যাইবো কেন ?

উত্তর — হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিযাছেন — একজন ফিকাহবিদ আলেম শয়তানের কাছে এক হাজার আবিদ অপেক্ষা কঠিন । এইবার বুঝিয়া দেখুন ! ইল্মে ফিকাহ এর কথা শ্রবন করিলে ওহাবী আহলে হাদীসদের শয়তানী জ্বলন আসিয়া থাকে কেন ! আল্লাহর রসুলের কথা কত বাস্তব তাহা বুঝিয়া দেখুন ! গোমরাহ আহলে হাদীসদের জিজ্ঞাসা করিবেন - যে ব্যক্তির এক অয়াক্তের নামাজ কাজা হইয়া গিয়াছে কিন্তু তাহার স্মরণ নাই যে , কোন্ অয়াক্তের নামাজ কাজা হইয়া গিয়াছে। এই ব্যক্তি তাহার কাজা নামাজ কি প্রকারে আদায় করিবে , তাহা কুরয়ান ও হাদীস থেকে বলিতে হইবে । আমি চ্যালেজ করিয়া বলিতেছি, এখানে শয়তানের শিষ্যদের দৌড় শেষ হইয়া যাইবে ।

সপ্তম প্রশ্ন — আমাদের দেশের তথা কথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের লোকেরা বলিয়া থাকে যে , হিন্দুদের গুরুবাদ মুসলমানদের পীরবাদে রুপান্তরিত হইয়াছে । এইজন্য তাহারা পীরবাদে বিশ্বাসী নয় । পীর বা পীরত্ব বলিয়া কি ইসলামে কিছু রহিয়াছে ?

উত্তর — ইসলামের মুলে রহিয়াছে ইল্মে মা'রেফত বা আধ্যাত্মিক বিদ্যা । অবশ্য সব সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মা'রেফাত শরীয়ত ছাড়া নয় । ইল্মে মা'রেফাতের মাষ্টার বা আধ্যাত্মিক গুরুগনকে আরবী ভাষায় শায়েখ বলা হইয়া থাকে এবং ফারসী ভাষায় বলা হইয়া থাকে পীর । আমাদের দেশে বহুকাল ধরিয়া ফারসী ভাষার প্রচলন ছিল । এই কারণে শায়েখ শব্দের তুলনায় পীর শব্দটির প্রচলন ব্যাপক হইয়া গিয়াছে । এই শায়েখ বা পীরগনের কাজ হইল যে , মানুষকে শরীয়তের উপর চলিবার জন্য তাহাদের নিকট শপথ নেওয়া । এই শপথ গ্রহনের অপর নাম হইল বায়েত । সাহাবায়ে কিরাম বিভিন্ন ক্ষেত্রে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকট বায়েত গ্রহন করিতেন । কুরয়ান পাকেও বায়েত গ্রহনের কথা উল্লেখ রহিয়াছে । হিন্দুদের গুরুদের সহিত মুসলমানদের পীর দিগকে তুলনা করা নিছকই গোমরাহী। শয়তানের শিষ্যদের মুখে এই ধরনের কথা শোভা পাইয়া থাকে । যে জামায়াতের মধ্যে আউলিয়ায় কিরামদিগের পদাংক নাই সে জামায়াত গোমরাহ । চার মাযহাবের সমষ্টি হইল আহলে সুন্নাত । আল হামদুলিল্লাহ , চার মাযহাবের মধ্যে অতীতের আউলিয়ায়ে কিরামগনের পদচিহ্ন রহিয়াছে । বর্তমানে চার মাযহাবের মধ্যে হাজার হাজার পীর দরবেশ ও শায়েখ মাশায়েখ রহিয়াছেন । যাহাদের সঙ্গলাভে লক্ষ লক্ষ মানুষ দ্বীনের উপর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে । হজরত শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানী , জোনায়েদ বাগদাদী , বায়যিদ বোস্তামী , খাজা মাঈনুদ্দীন আজমিরী , সাবীর কালিয়ারী , মাখদুম আসরাফ সিমনানী , আলাউল হক পান্ডবী , ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবী প্রমুখ আউলিয়ায়ে কিরাম রহমা তুল্লাহি আলাইহিম গনের পদচিহ্ন আমাদের সামনে রহিয়াছে । কিন্তু ওহাবী তথা কথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন পীর বা শায়েখ নাই। ইহাদের শায়েখ হইল শয়তান । তাই ইহারা শয়তানী প্ররচনায় পীরানে পীরগনদের প্রতি কুৎসা করিয়া থাকে ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রশ্নোত্তরে সপ্তম পর্ব

নদওয়াতুল উলামা

<u>প্রথম প্রশ্ন</u> — বর্তমান ভারতে দারুল উলুম দেওবন্দের ন্যায় আরো একটি বড় প্রতিষ্ঠান হইল 'নদওয়াতুল উলামা' । এই প্রতিষ্ঠান কবে এবং কাহাদের হাত দিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ?

উত্তর — ইংরাজি ১৮৯৪ সালে লাখনুতে 'নদওয়াতুল উলামা' কায়েম হইয়া থাকে । ১৯০৮ সালে 'নদওয়াতুল উলামা' এর বিশাল বিল্ডিংয়ের ভিত্তি স্থাপন হইয়াছে । ভিত্তিস্থাপনের প্রথম পাথরটি রাখিয়া ছিলেন এক বৃটিশ বুজুর্গ! এই বুজুর্গ ছিলেন উত্তর প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নর । অতঃপর সরকারের তরফ থেকে নদওয়াতুল উলামার সাহায্যের জন্য প্রতি মাসে পাঁচ শত করিয়া টাকা দেওয়ার কথা অনুমোদন করা হইয়া ছিল । আর এই সংস্থার সহযোগীতায় ছিলেন ভারতের কয়েকজন নাম জাদা নাস্তিক। যেমন মাওলানা শিবলী নোমানী ও মোহাম্মাদ আলী কানপুরী ।

<u>দ্বিতীয় প্রশ্ন</u> — 'নদওয়াতুল উলামা' প্রতিষ্ঠার পিছনে উদ্দেশ্য কি ছিল ?

উত্তর — যাহারা নাস্তিক , যে প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিস্থাপনে রহিয়াছে একজন ইসলাম দুশমন ইংরেজের হাত , যে প্রতিষ্ঠান বৃটিশ সরকারের পয়সায় চলিয়া থাকে এবং যাহারা ইংরেজদের আনুগত্ব করা নিজেদের জন্য গৌরব মনে করিয়া থাকে ; তাহাদের উদ্দেশ্য কি হইতে পারে এবং সেই প্রতিষ্ঠানের দ্বারায় ইসলামের কতটুকু কাজ হইবে তাহা বলিবার প্রয়োজন হইয়া থাকেনা । ইহাদের আসল উদ্দেশ্য ছিলো মানুষকে ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়া ধীরে ধীরে নাস্তিকতার দিকে ঠেলিয়া দেওয়া । অবশ্য এই পথের প্রথম কাটা হইল সুন্নীয়াত । এই জন্য ইহারা প্রথমে সুন্নীয়াতকে খতম করিয়া দিতে চাহিয়া ছিল । তাই নদবীদের কথাই ছিলো - ইসলামের মধ্যে যত ফিরকা রহিয়াছে সবাই সত্য । সবার আপশে মিলিয়া মিশিয়া থাকা উচিত । কোন ফিরকাকে কাফের ও মুরতাদ বলা উচিত হইবেনা। ইহাতে অযোথা মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও বিচ্ছিন্নতা আসিবে । নিজেদের মধ্যে মাযহাবী দ্বন্দ রাখিলে মুসলমানদের শক্তি শেষ হইয়া যাইবে । মোট কথা , ইহারা এই প্রকার মুখরোচক কথা বলিয়া সুন্নীয়াতকে ফাটল ধরাইবার চেষ্টা করিয়া ছিল ।

<u>তৃতীয় প্রশ্ন</u> — নদবী আলেমদের চক্রান্তে কি কোন সুন্নী আলেম পড়িয়া গিয়া ছিলেন ?

উত্তর — ইহাদের জালে বহু সুন্নী মুসলমান , এমন কি কিছু সুন্নী আলেম ফাঁসিয়া গিয়া ছিলেন । যথা মাওলানা আহমাদ হাসান কানপুরী ও মাওলানা লুতফুল্লাহ আলিগড়ী । অবশ্য এই সমস্ত আলেমগন ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রতিবাদে নদওয়ার জাল ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া আসিয়া ছিলেন । প্রকাশ থাকে যে , ১৩১৮ হিজরীতে পাটনা শহরে নদওয়াতুল উলামার বিপক্ষে একটি সুন্নী কন্‌ফারেন্স হইয়া ছিল । এই সভায় শত শত সুন্নী আলেম উপস্থিত ছিলেন । এমন কি , নদওয়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও উপস্থিত ছিলেন । ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী এই সভায় কুরয়ান ও হাদীসের আলোকে নদবীদের নোংরা আকীদাহকে আলোকিত করিয়া দিয়া ছিলেন । কেবল এখানেই শেষ নয় , তিনি তাহাদের পিছন ছাড়িয়া ছিলেন না , বরং তিনি তাঁহার সঙ্গীদের সঙ্গে লইয়া কলিকাতা পর্যন্ত আসিয়া ছিলেন এবং সেখানকার নদবী আলেমদিগকে চ্যালেন্‌জ করিয়া ছিলেন যে , নদওয়ার কাজ কর্ম হইল ইসলাম বিরোধী । অন্যথায় তাহারা মুনাযারা করিবার জন্য দাওয়াত গ্রহন করিয়া নিক । ইমাম আহমাদ রেজার প্রতিবাদী জবান ও কলমের মাধ্যমে হাজার হাজার মুসলমান নদওয়াতুল উলামার গোমরাহীথেকে বাঁচিয়া গিয়া ছিলেন।

<u>চতুর্থ প্রশ্ন</u> — ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবী নদওয়াতুল উলামার বিপক্ষে কি কোন লেখনী খিদমত করিয়াছেন ?

উত্তর — কেবল নদওয়াতুল উলামার বিপক্ষে নয় , দ্বীন ইসলামের উপরে যত দিক দিয়া যত রকমের বিপদ আসিয়াছে , ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর কলম সমস্ত দিকে সমস্ত বিপদের সামনে ঢাল হইয়া গিয়া ছিলো । নদওয়াতুল উলামা হইল ইসলামের জন্য এক মহা তুফান । এই রকম স্থলে ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর কলম কি নীরব থাকিতে পারে ! বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াই ছিলো তাঁহার জীবনের এক মাত্র কাজ । তিনি খুব লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া ছিলেন যে , নদওয়াতুল উলামার সদস্যগন আসলেই হইলেন পুরাতন শিকারী , কেবল নতুন জাল নিয়া সুন্নী মুসলমানদিগকে ফাঁসাইবার জন্য বাহির হইয়াছে । তাই তাহাদের থেকে সুন্নী মুসলমান দিগকে বাঁচাইবার জন্য যেমন জবানে বলিয়াছেন , তেমন কলমের কাজও করিয়াছেন , যাহাতে নদবীদের গোমরাহী চরিত্র স্থায়ীভাবে উলঙ্গ হইয়া থাকে। নদবীরা যখনই পত্র পত্রিকার মাধ্যমে তাহাদের গোমরাহী কর্মসূচী প্রকাশ করিয়াছে , তখনই তিনি সেগুলিকে তুলা ধুনা করিয়া দিয়াছেন । যথা - (ক) ফাতাওয়াল কুদওয়াহ লে কাশফে দাফেনিন নুদওয়াহ । এই কিতাব খানার মধ্যে নদওয়ার বদ আকীদাহ গুলির খণ্ডন রহিয়াছে (খ) ফাতাওয়াল হারমাইন বে রাজফে নদওয়াতুল মাইন । এই কিতাব খানার মধ্যে নদবী আলেমদের বদ আক্বীদাহ সম্পর্কে মক্কা ও মদীনা শরীফের উলামায়ে কিরামগন যে ফাতাওয়া প্রদান করিয়াছেন সেই ফাতাওয়াগুলি একত্রিত করা হইয়াছে ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(গ) সুয়ালাতে হাক্কায়েক নামা বর দাওসে নদওয়াতুল উলামা । এই কিতাবটির মধ্যে নদওয়ার উপরে সত্তরটি প্রশ্ন রহিয়াছে (ঘ) গাজওয়াহ লে হাদমে সামাকে দারিন নদওয়াহ । এই কিতাব খানার মধ্যে নদওয়ার বাতিল কথা গুলির খন্ডন রহিয়াছে (ঙ) সুউফুল উনওয়াহ আলা জামা ইমিন নদওয়াহ । এই কিতাবখানাও নদওয়াতুল উলামার পূর্ন প্রতিবাদে লেখা হইয়াছে । এইগুলি ছাড়াও আরো অনেক গুলি কিতাব রহিয়াছে । মোট কথা আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজার কিতাব যাহাদের নজরে রহিয়াছে তাহারা অবশ্য অবশ্যই নদবীদের গোমরাহী থেকে নিরাপদ হইয়া গিয়াছে ।

<u>পঞ্চম প্রশ্ন</u> — ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবী ব্যতিত অন্য কোন আলেম কি নদওতুল উলামার বিরোধীতায় কোন কথা বলিয়াছেন ?

উত্তর — ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি হইলেন আহলে সুন্নাতের ইমাম। তিনি দিন বলিয়া দিলে দিন , রাত বলিয়া দিলে রাত , হক্ব বলিয়া দিলে হক্ব ও বাতিল বলিয়া দিলে বাতিল । তাঁহার যাঁচাইয়ের পরে কাহারো যাঁচাই করিবার প্রয়োজন নাই । তিনি যে জামায়াতকে গোমরাহ বলিয়া দিয়াছেন , সে জামায়াত অবশ্য অবশ্যই গোমরাহ । ইহা হইল আহলে সুন্নাতের ঈমান । সুতরাং যখন আ'লা হজরত নদবীদের গোমরাহ বলিয়া দিয়াছেন , তখন অন্য আর কাহার খুঁজিবার প্রয়োজন নাই । তবুও বলিতেছি , আশরাফ আলী থানবী সাহেব নদওয়া সর্ম্পকে নিম্নোরূপ মন্তব্য করিয়াছেন — 'স্বয়ং নদওয়ার যে হাশর (পরিনাম) হইয়াছে তাহা সবার জানা রহিয়াছে যে , তাহারা এমন কিছু মানুষের হাতে বহুকাল ছিল , যাহাদের মেজাজে ছিলো সম্পূর্ন নাস্তিকতা । সেই স্যার সইয়েদ আহমাদ খানের পদাংকের উপর তাহাদের চলোন রহিয়াছে , সেই টান , সেই ধারনা , কোন পার্থক্য ছিলনা' । (মালফুজাতে থানবী খণ্ড ৫ পৃষ্ঠা ১১০, সংগৃহিত বাতিল ফিরকা বরতানিয়াকে ছায়ামে ২৯২ পৃষ্ঠা) -

অনুরূপ মাওলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেব নদওয়াতুল উলামা সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন — ''নদওয়াতুল উলামা সম্পর্কে আমার ধারনা ভাল ছিলো । কিন্তু নদওয়াতুল উলামার ইজতেমা থেকে আমার নিকটে তাহাদের বিখ্যাত উলামাদের যে অবস্থা প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে আমি নৈরাশ হইয়া পড়িয়াছি এবং উলামা তবকার থেকে আমার কঠিন ভয় পয়দা হইয়া গিয়াছে । নদওয়া বিরোধীরা যাহা বলিতো , তাহাতে তাহাদের প্রতি আমার ধারনা ছিল যে , ইহারা উচ্চ মনের মানুষ নহেন, কিন্তু যাহারা নদওয়ার জন্য তৎপর ছিলো তাহাদের অবস্থা অত্যন্ত আশ্চর্য দেখা যাইতে ছিলো । যেহেতু আমি পাঁচ ছয় মাস থকে এই তৎপর ব্যক্তিবর্গকে খুবই নিকট থেকে লক্ষ করিতে ছিলাম । এই কারণে তাহাদের ভিতরের অবস্থা সমস্তই আমার সামনে ছিলো । আমি দেখিয়াছি যে , তাহারা সম্পূর্ণ চালাক দুনিয়াদারের ন্যায় কাজ করিয়া চলিয়াছে এবং তাহারা বিনা দ্বিধায় সমস্ত মাধ্যম অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে যাহা একটি ধোকাবাজ জামায়াত নিজেদের কামিয়াবীর জন্য করিতে পারে । মানুষদিগকে নিজেদের সহিত শামিল করিবার জন্য সমস্ত প্রকার চালাকী করিয়া যাইতে ছিলো ।

আমার সমনে এক জন বক্তা নদওয়ার এক তৎপর এজেন্ট এর সহিত পরামর্শ করিয়াছে যে , অয়াজের মজলিসে কেমন করিয়া তাহাদের জোশ ও হায় হুতাশ করা উচিত এবং কেমন করিয়া শেয পর্যন্ত কান্না কান্নি আরম্ভ করিয়া দেওয়া উচিত । সূতরং তাহাদের সিদ্ধান্ত পাকা হইয়া গিয়াছে । অতঃপর বক্তা সাহেব দাঁড়াইয়া মাসনবী শরীফের একটি ঘটনা শুরু করিয়া দিয়াছে তখন সঙ্গে সঙ্গে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া তড়পাইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে । ফলে অয়াজের মজলিসে এক বড় ধরনের জজবা চলিয়া আসে এবং সবার মধ্যে কান্না কান্নি পড়িয়া যায় । এই সময়ে বক্তৃতা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে । আমি প্রতিদিন তাহাদের এই প্রকার বহু জিনিয দেখিতাম এবং আমার মনের মধ্যে এই জামায়াত থেকে ভয় বাড়িয়া যাইতে ছিলো ।" (আজাদ কি কাহানী ২১৭/২১৮ পৃষ্ঠা)

এইবার ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখুন ! ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবীর কলমের কাছে আশরাফ আলী থানুবী ও আবুল কালাম আজাদ গোমরাহ বলিয়া চিহ্নীত ছিলেন , তবুও তাহারা নদওয়াতুল উলামার সমলোচনা করিয়াছেন । এইবার বুঝিয়া নিন - নদওয়ার গোমরাহীর গভীরতা কত বিশাল ! হায় আফসোস ! আজও এই গোমরাহ জামায়াতের একজন গোমরাহ নেতাকে আসামবাসীরা 'আমীরে শরীয়ত' বলিয়া গোমরাহ হইতেছে , ইল্লা মাশা আল্লাহ !

<u>ষষ্ট প্রশ্ন</u> — বর্তমানে নদওয়াতুল উলামা কোন মুখি হইয়া চলিয়াছে ?

উত্তর - – প্রাথমিক পর্যায়ে নদওয়াতুল উলামা ছিলো সমস্ত বদ মাযহাব ও গোমরাহীর হালুয়া । অবশ্য নাস্তিকতা ছিল এই হালুয়ার বিশেষ অঙ্গ । তবে এই গোমরাহ জামায়াতের বিশেষ সদস্য সাইয়েদ সুলাইমান নদবী শেষ জীবনে এই জামায়াতকে পুরা পুরি দেওবন্দী মুখি করিয়া দিয়াছেন । সূতরাং বর্তমানে 'নদওয়াতুল উলামা' দারুল উলুম দেওবন্দের বৃহতম শাখা হিসাবে কাজ করিয়া চলিয়াছে । বাস্তবে লক্ষ করিয়া দেখিলে আমার কথার সত্যতা অবশ্যই উপলব্ধি করিতে পারিবেন । গোমরাহ দেওবন্দীদের ন্যায় নদবীরাও মীলাদ , কিয়াম , উরুস ও ফাতিহা ইত্যাদি বিষয়ে বিবাদ সৃষ্টি করিয়া সমাজের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে । আল্লাহ তায়ালা সবাইকে শয়তানের সমস্ত জাল থেকে সরিয়া থাকিবার তাওফীক দান করিয়া থাকেন ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাহাবীয়ে রাসুল হজরত মুয়াবিয়া

জনৈক ব্যক্তির মাধ্যমে আমার হাতে দুইখানা পুস্তক আসিয়াছে। একটির নাম - কারবালার মর্ম কথা ও অপরটির নাম - হজরত মাওলা আলি (আঃ সাঃ) ও পাপি মাবিয়া ও দুশ্চরিত্রা তসলিমা নাসরিন। বই দুটির লেখক না কোন সুন্নী মুসলমান, না প্রকৃত পক্ষে আহলেবায়েতগনের প্রেমিক, বরং কট্টর শীয়া। বই দুটির মধ্যে জাল কথায় ভরা। এই বইগুলি কোন সুন্নী মুসলমানদের হাতে নেওয়া উচিত নয়। বই দুটির মধ্যে সাহাবীয়ে রাসুল হজরত মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহুর সম্পর্কে যে জঘন্য ভাষাগুলি ব্যবহার করা হইয়াছে তাহাতে ঈমান বর্বাদ ছাড়া কিছুই নয়। পাঠকের অবগতির জন্য কিছু কিছু ভাষা নকল করিয়া দেওয়া হইতেছে - কুচক্রী মাবিয়া, মোয়াবীয়া পথ ভ্রষ্ট পাপী ও পশুর চেয়ে অধম, যঘন্য, নোংরা, লম্পট জানোয়ার, আবু সুফিয়ানের দোজখী পুত্র মাবিয়া, সেই সুফিয়ানের পুত্র শয়তান, মরদুদ, কাফের দোযখী মুয়াবিয়া, কুখ্যাত লোভী, বেঈমান খুনি বিশ্বাস ঘাতক ও পাপীষ্ঠ মাবিয়া, মোনাফেক মাবিয়া ,মাবিয়া ঈমাম হাসান রাদী আল্লাহু আনহুকে বিষ পান করিয়ে নির্মমভাবে শহীদ করেছে। লাখো বার নাউজু বিল্লাহ ! অখণ্ড ভারতে যাহাদের আলে রসুল হওয়াতে কাহারো সন্দেহ নাই তাঁহারা হইতেছেন মারহারা মুতাহহারার আলে রাসুলগন ! ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি যাহাদের সাচ্চা খাদেম ছিলেন এবং আজ থেকে মাত্র কয়েক দিন পূর্বে ১৩ই ডিসেম্বর কলকাতার এক সভায় আমার পীর মুর্শিদ তাজুশ শরীয়া আল্লামা আখতার রেজা আযহারী সাহেব কিবলা তাঁহার দোয়ার শেষের দিকে বলিতে ছিলেন - ইয়া আল্লাহ ! আমাদিগকে মারহারা শরীফের সাচ্চা খাদেম করিয়া রাখো। আর কাছৌছা শরীফের শায়খুল ইসলাম সাইয়েদ মাদানী মিয়া ও গাজীয়ে মিল্লাত সাইয়েদ হাশেমী মিয়া কিবলাদয় তো এখনো পর্যন্ত হায়াতে রহিয়াছেন। ইহারাতো সবাই হজরত মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহুকে সাহাবীয়ে রসুল বলিতেছেন। আমরা পশ্চিম বাংলার কয়েকজন শীয়াদের কথা শুনিবো, না এই সমস্ত আলে রসুলদের কথা শুনিবো ? ইমাম আজম আবু হানীফা থেকে আরম্ভ করিয়া চার ইমামের মধ্যে কোন ইমাম কি হজরত মুয়াবিয়ার সম্পর্কে এই ধরনের কোন যঘন্য ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, না তাঁহার সাহাবীয়াতে কোন প্রকার সন্দেহ করিয়াছেন ? এখন এ বিষয়ে বেশি কথা না বলিয়া আমার সুন্নী জাগরণ পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় হজরত মুয়াবিয়া সম্পর্কে যে কলম প্রকাশিত হইয়াছে তাহার একাংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা

এ পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে উদ্ধৃতির আলোকে হজরত আমীর মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহুর সম্পর্কে যে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা থেকে আমরা যে সমস্ত বিষয় জানিতে পারিয়াছি সেগুলি হইল নিম্নোরূপ।

(ক) হজরত মুয়াবিয়া হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের খুবই ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং তাঁহার একজন উচ্চপদস্থ সাহাবা।

(খ) হজরত মুয়াবিয়ার জন্য হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের খাস দুয়া রহিয়াছে।

(গ) হজরত আলী, হজরত ইমাম হাসান ও হজরত ইমাম হুসাইন রাদী আল্লাহু আনহুমার প্রতি হজরত মুয়াবিয়ার চরম ভক্তি শ্রোদ্ধা ছিলো। প্রিয় পাঠক ! আপনি অবশ্যই এই কথাগুলি স্মরনে রাখিয়া চলিবেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা

(১) হজরত আমীর মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহু কেবল সাহাবা ছিলেন না বরং তিনি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দরবারে অহীর অন্যতম লেখক ছিলেন। প্রকাশ থাকে যে, হুজুর পাকের দরবারে তের জন লেখক ছিলেন, তন্মধ্যে হজরত মুয়াবিয়া ও হজরত যায়েদ ইবনো সাবিত রাদী আল্লাহু আনহুমা ছিলেন অন্যতম। ইহাতে কারো দ্বিমত নাই।

(২) হজরত মোল্লা আলী কারী মিশকাতের শারাহতে লিখিয়াছেন, হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো মুবারক ছিলেন ইমাম আযম আবু হানীফার অন্যতম শাগরিদ। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে যে, হজরত উমার ইবনো আব্দুল আজীজ আফজাল, না হজরত মুয়াবিয়া ? ইহার উত্তরে তিনি বলিয়াছেন গিবারুন দাখালা ফী আনফী ফারাসী হীনা গাজা ফী রেকাবি

pdf By Syed Mostafa Sakib

রাসুলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামা আফজালু মিন কাজা উমারাবনি আব্দিল আজিজ অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সঙ্গে জিহাদের সময় হজরত আমীর মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহুর ঘোড়ার নাকের মধ্যে যে ধুলা কনা প্রবেশ করিয়াছে তাহা হজরত উমার ইবনো আব্দুল আজীজ অপেক্ষা উত্তম। (আন নাহিয়া ১৬ পৃষ্ঠা)

(৩) আল্লামা কাজী ইয়াজ আলাইহির রহমাহ লিখিয়াছেন - জনৈক ব্যক্তি আল্লামা ইবনো ইমরান আলাইহির রহমাহকে বলিয়াছেন - হজরত উমার ইবনো আব্দুল আজীজ হজরত মুয়াবিয়া অপেক্ষা উত্তম। ইহা শ্রবন করতঃ তিনি রাগিয়া বলিয়া ছিলেন - লা ইউ কাসু আহাদুন বি আসহাবিন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামা মুয়াবিতু সাহিবুহু অ সাহরুহু অ কাতিবুহু অ আমিনুহু আলা অহইল্লাহ আজ্জা অ জাল্লা, অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সাহাবাদের সহিত কাহারো তুলনা করা যায় না। হজরত মুয়াবিয়া হইলেন হুজুর পাকের সাহাবা, তাঁহার শ্যালক, তাঁহার লেখক ও আল্লাহর অহীর আমানতদার। (আন্নাহিয়া ১৭ পৃষ্ঠা)

(৪) আল্লামা শিহাবুদ্দিন খফ্ফাযী নাসীমুর রিয়াজ এর মধ্যে বলিয়াছেন - যে ব্যক্তি হজরত আমীর মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহুর সমালোচনা করিয়া থাকে সে হইল জাহান্নামী কুকুরগুলির মথ্যে একটি কুকুর। (ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর আহকামে শরীয়াত ১০৩ পৃষ্ঠা)

(৫) জনৈক ব্যক্তি হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহুকে বলিয়াছেন - আপনি হজরত মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহুর সম্পর্কে কি বলিতেছেন, তিনি অমুক মসলায় এই কথা বলিয়াছেন ? তখন তিনি বলিয়াছেন - আসাবা ইন্নাহু ফকীহুন অর্থাৎ তিনি সঠিক বলিয়াছেন। কারণ, নিশ্চয় তিনি একজন ফকীহ। (মিশকাত ১১২ পৃষ্ঠা)

(৬) হজরত মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহু ছিলেন একজন উচ্চ পর্যায়ের মুত্তাকী, একজন নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণানাকারী।তাঁহার নিকট থেকে বড় বড় সাহাবায় কিরাম ও তাবিইনে ইজামগন হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।বোখারী, মোসলেম, তিরমিজী, আবু দাউদ, নাসায়ী, বায়হাকী ইত্যাদি মুহাদ্দিসগন তাহার থেকে বর্ণিত হাদীস গ্রহন করিয়াছেন। তাঁহার সুত্রে বোখারীর মধ্যে আটটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

(৭) হজরত উমার রাদী আল্লাহু আনহু হজরত মুয়াবিয়াকে দামেশকের হাকিম করিয়া দিয়াছিলেন এবং জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত তাঁহাকে এই পদে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। হজরত ইমাম হাসান রাদী আল্লাহু আনহু ছয় মাস খিলাফাতের দায়িত্ব গ্রহন করিবার পর তিনি হজরত মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহুকে খিলাফতের দায়িত্ব অর্পন করিয়াছেন এবং তাঁহার বায়েত গ্রহন করিয়াছেন। কেবল তাই নয়, হজরত মুয়াবিয়ার প্রদান করা বেতন ও নজরানা তিনি কবুলও করিয়াছেন।

প্রিয় পাঠক ! আপনি কে ?

যদি আপনি শীয়া হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার কিছু বলিবার নাই। কারণ, আমি আপনাকে মুসলমান বলিয়া গন্য করিয়া থাকি না। আর যদি কোন সুন্নী ঘরের মানুষ হইয়া কোন শীয়া শয়তানের হাতে মুরীদ হইয়া গোমরাহীর পথ অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করা আমার ঈমানী দ্বায়িত্ব বলিয়া মনে করিয়া থাকি। সুতরাং স্বল্প সময়ের জন্য আপনি শীয়া মনোভাব ত্যাগ করতঃ স্বাভাবিক মেজাযে আমার আলোচনায় অংশ গ্রহন করুন।

(১) পবিত্র কুরয়ান শরীফকে হিফাযত করিবার দ্বায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা গ্রহন করিয়াছেন। যদি হজরত মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহু কোন কপট মুনাফিক চরিত্রের মানুষ হইতেন, তাহা হইলে তিনি অহীর লেখকদলের নেতৃত্বে স্থান পাইতেন না। হুঁশিয়ার হইয়া জবাব দিন- এখানে আপনার অভিমত কি ? হজরত মুয়বিয়াকে মুনাফিক বলিলে কুরয়ান কি কুরয়ান থাকিবে ?

(২) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হজরত মুয়াবিয়ার জন্য দুয়া করিয়াছেন, তাহা কি বিফল হইয়া গিয়াছে? যে রাসুল মসজিদ থেকে ছত্রিশ জন মানুষকে মুনাফিক বলিয়া বাহির করিয়া দিয়াছেন সেই রসুল (আপনার কথা মত) হজরত মুয়াবিয়ার মত মুনাফিককে কুরয়ানের মত পবিত্র কিতাব লিখিবার দায়ীত্ব দিয়াছিলেন ? লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, এখন আপনার অভিমত কি ?

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৩) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পরে হজরত আবু বাকার সিদ্দিক হইতে আরম্ভ করিয়া হজরত ইমাম হুসাইন রাদী আল্লাহু আনহুম পর্যন্ত কোনো সাহাবা কি কোনো দিন কোনো সময়ে হজরত মুয়াবিয়াকে মুনাফিক বা নাস্তিক ইত্যাদি বলিয়াছেন ? যদি কেহ বলিয়া না থাকেন , তাহা হইলে আপনি মুনাফিক , নাস্তিক বলিয়া নিজের স্থান জাহান্নামের মধ্যে রেজিষ্ট্রারি করিয়া লইতেছেন কিনা চিন্তা করিয়া বলুন ?

(৪) হজরত ইমাম হাসান রাদী আল্লাহু আনহুর প্রতি আপনার ধারনা কি ? তিনি কি কোন বাতিলের কাছে বিক্রি হইবার মানুষ ছিলেন ? আপনি কি বলিতে পারিবেন যে , ইমাম হাসান একজন মুনাফিকের হাতে খিলাফত উঠাইয়া দিয়া তাহার হাতে বায়েত গ্রহন করিয়াছিলেন ? এইবার বলুন - হজরত মুয়াবিয়াকে মুনাফিক বলিলে পক্ষান্তরে হজরত ইমাম হাসানকে মুনাফিকের পিষ্ঠ পোষক বলা হইয়া থাকে না ? নাউজু বিল্লাহ , নাউজুবিল্লাহ !

(৫) ইমাম বোখারী কাহারো মধ্যে চুল সমান ত্রুটি পাইলে তাহার কাছ থেকে হাদীস গ্রহন করিয়াছিলেন না । তবে তিনি হজরত মুয়াবিয়ার প্রতি কি ধারনা রাখিয়াছিলেন যে , তাঁহার সুত্রে আটটি হাদীস বোখারী শরীফের মধ্যে স্থন দিয়াছেন? অনুরুপ হাদীসের কিতাবগুলিতে তাঁহার সুত্রে শত হাদীস রহিয়াছে । এই সমস্ত মুহাদ্দিসগন তো প্রত্যেকেই হজরত মুয়াবিয়ার বহু পরের মানুষ ছিলেন । আপনার সামনে ইতিহাস রহিয়াছে , তাঁহাদের সামনে কি ইতিহাস ছিল না ? কুরয়ান ও হাদীসের মুকাবিলায় কোন ঐতিহাসিকের কথার গুরুত্ব কি থাকিতে পারে ?

(৬) সরকারে বাগদাদ শাহান শাহে তরীকাত শায়েখ আব্দুল ক্বাদের জিলানী রহমা তুল্লাহি আলাইহি থেকে আরম্ভ করিয়া ইমাম আহমাদ রেজা বেরলবী রহমা তুল্লাহি আলাইহি পর্যন্ত আউলিয়ায়ে কিরামদিগের মথ্যে কেহ কি হজরত মুয়াবিয়ার শানে কোন প্রকার বদ জবান খুলিয়াছেন ? তবে আপনি কেন তাঁহার পবিত্র শানে বদ জবান হইয়া বেদ্বীনী পথ অবলম্বন করিতে যাইতেছেন ?

প্রয় পাঠক ! হজরত মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহু সম্পর্কে আমার এই সংক্ষিপ্ত কলমটি একাধিকবার পাঠ করিয়া দেখিবেন । আমার পুর্ণ বিশ্বাস যে , আপনি সুন্নীয়াতের যথা স্থানে ফিরিয়া আসিবেন । শীয়া সম্প্রদায় আসলে মুসলমান নয়। ইহারা মৌখিক ভাবে আলে বায়েতের মুহাব্বাতের দাবিদার । ইহাদের নিজস্ব কিছু বই পুস্তক রহিয়াছে , সেগুলি নিজেদের মুরীদ মহলে দিয়া থাকে। এইবার শান্ত মস্তিস্কে গভীর ভাবে চিন্তা করিবেন যে , সাহাবায় কিরাম থেকে আরম্ভ করিয়া এ পর্যন্ত সমস্ত সুন্নী জগতের সহিত থাকিবেন , না গোমরাহ শীয়া সম্প্রদায়ের সহিত থাকিয়া জাহান্নামী কুত্তা হইবেন ! আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে শীয়া সম্প্রদায়ের শয়তানী চক্রান্ত থেকে বাঁচিয়া থাকিবার তাওফীক দান করিয়া থাকেন, আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন ।

মোবাইল-৯৮৩৬০৮৪৩৪২

দক্ষিন ২৪ পরগনার একমাত্র পরিবেশক-

রেজবী কুতুব খানা

প্রো:-মাওলানা সাহাজামাল রেজবী

খাঁপুর (মাদ্রাসা মোড়), দক্ষিন ২৪ পরগনা

এখানে সম্পাদকের সমস্ত বই পাওয়া যাইবে।

পথ নির্দেশ- শিয়ালদাহ হইতে ডায়মন্ড হারবার লাইনের ট্রেনযোগে সংগ্রামপুর ষ্টেশনে নামিয়া খাঁপুর।

মুসলিম স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন

(MSO)-এর তত্বাবধানে-

ফ্রি লাইফটাইম ইসলামী SMS

পেতে JOIN AHLESUNNAH

লিখে পাঠান 567678 নম্বরে।

বিশদ জানতে ওয়েবসাইট দেখুন

www.msoofindia.com

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

PATRIKA

Sunni Jagoran

EDITOR : Mufti Golam Samdani Razvi

Islampur College Road :: Murshidabad (W.B.)

India, Pin -742304

E-mail:sunnijagoran@gmail.com

মূল্য- ১২টাকা

সুন্নী জাগরণ

সু-সুপথ, সুচেষ্টার আশা,
ন-নবী, ওলী গওসের পথের দিশা,
নি-নিজেকে ইসলামের কর্মে করতে রত,
জা-জাগরণ আনতে হবে মোরা রয়েছি যত ।।
গ-গঠন করতে মোদের সুন্দর জীবন,
র-রটতে হবে সদা সুন্নী জাগরণ,
ন-নইলে অজ্ঞতা মোদের করবে হরণ।।

-ঃ সম্পাদকের কলমে প্রকাশিত ঃ-

(১) - 'মোসনাদে ইমাম আ'যাম' এর বঙ্গানুবাদ
(২) - তাবলিগী জামায়াতের অবদান
(৩) - জুময়ার সুন্নী খুতবাহ
(৪) - কুরয়ানের বিশুদ্ধ অনুবাদ 'কান্‌যুল ঈমান'
(৫) - মোহাম্মাদ নুরুল্লাহ আলাইহিস সালাম
(৬) - সলাতে মোস্তফা বা সুন্নী নামাজ শিক্ষা
(৭) - সলাতে মোস্তফা বা সহী নামাজ
(৮) - দুয়ায় মুস্তফা
(৯) - ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী (জীবনী)
(১০) - 'ইমাম আহমাদ রেজা' পত্রিকা প্রথম হইতে ষষ্ঠ সংখ্যা
(১১) - সেই মহানায়ক কে ?
(১২) - কে সেই মুজাহিদে মিল্লাত ?
(১৩) - তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য
(১৪) - 'জান্নাতী জেওর' এর বঙ্গানুবাদ (প্রথম খন্ড)
(১৫) - 'জান্নাতী জেওর' এর বঙ্গানুবাদ (দ্বিতীয় খন্ড)
(১৬) - 'আনওয়ারে শরীয়ত' এর বঙ্গানুবাদ
(১৭) - মাসায়েলে কুরবানী
(১৮) - হানিফী ভাইদের প্রতি এক কলম
(১৯) - 'আল্ মিস্‌বাহুল জাদীদ' এর বঙ্গানুবাদ
(২০) - সম্পাদকের তিন কলম
(২১) - সম্পাদকের তিন প্রসঙ্গ
(২২) - 'সুন্নী কলম' পত্রিকা - তিনটি সংখ্যা
(২৩) - তাম্বিহুল আওয়াম বর সলাতে অস্‌সালাম
(২৪) - নফল ও নিয়্যাত
(২৫) - দাফনের পূর্বাপর
(২৬) - দাফনের পরে
(২৭) - বালাকোটে কাল্পনিক কবর
(২৮) - এশিয়া মহাদেশের ইমাম
(২৯) - ইমাম আহমাদ রেজা ও আশরাফ আলী থানুবী